রু মর্গের হত্যাকাণ্ড

এডগার এ্যালান পো

BanglaBook.org

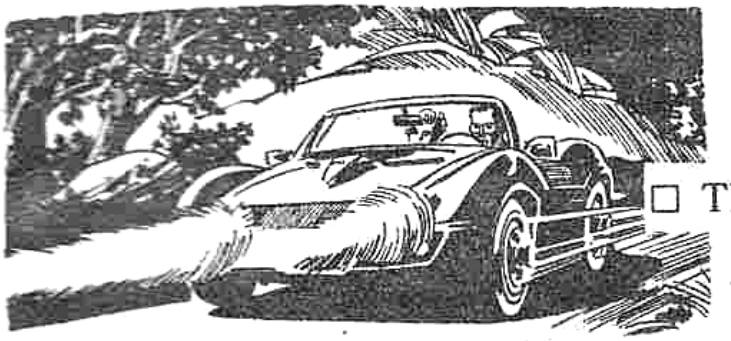

রু মর্গের হত্যাকাণ্ড

□ The Murders in the Rue Morgue □

এডগার এ্যালান পো

যে সব মানসিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণাত্মক বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে আসলে সেগুলি মোটেই বিশ্লেষণের আয়তনের মধ্যে পড়ে না। তাদের ফলাফল দেখেই আমরা তাদের বুঝতে পারি। সাধারণভাবে সেই সব মানসিক অবস্থার অধিকারীদের কাছে সেগুলি প্রচুর আনন্দের উৎস হয়েই দেখা দেয়। একজন শক্তিমান মানুষ যেমন শক্তির খেলা দেখাতে পারলেই খুশি হয়, একজন বিশ্লেষণধর্মী মানুষও তেমনি জটিলতাদুরকারী নৈতিক কাজকর্ম নিয়ে গর্ব বোধ করে। নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগানোর সামান্য সুযোগ পেলেও সে খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। ধাঁধা, হেঁয়ালি ও সাংকেতিক-লিপি তার খুব প্রিয়; সে সবের সমাধানে যতটা বুদ্ধির দরকার সাধারণ মানুষের কাছে সেটা সত্যি অসাধারণ বলেই মনে হয়। যে ভাবে সেই সমস্যার সমাধান সে করে তার মধ্যে সত্যি সত্যি বোধির প্রকাশটাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

সমস্যা-সমাধানের এই ক্ষমতা সম্ভবত গণিতশাস্ত্রের অনুশীলনের দ্বারা যথেষ্ট বাড়ানো যায়, বিশেষ করে গণিতের সেই সর্বোচ্চ শাখা যাকে বলা হয় বিশ্লেষণ। অথচ গণনামাত্রই তো বিশ্লেষণ নয়। যেমন, একজন দাবারু অনেক হিসাব করে চলে, কিন্তু বিশ্লেষণের ধার ধারে না। তার থেকে এটাই মনে হয় যে দাবাখেলা মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে সেটাকে বড় বেশী ভুল বোঝা হয়ে থাকে। আমি কোন প্রবন্ধ লিখতে বসি নি, অনিয়মিতভাবে দেখা একটি কাহিনীর ভূমিকা রচনা করছি মাত্র; সুতরাং এই সুযোগে এ-কথাই বলব যে দাবাখেলার ব্যাপক অর্বাচীনতা অপেক্ষা অনাড়ম্বর ড্র্যাফ্‌ট খেলাতেই চিন্তাশীল বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। দাবা খেলায় বিভিন্ন ঘুঁটির চাল ভিন্ন রকমের হওয়ায় এবং তাদের শক্তিও নানা রকমের হওয়ায় তার জটিলতাকেই পাণ্ডিত্য বলে ভুল করা হয়। এ খেলায় মনোযোগটাই সব চাইতে বেশী দরকারি। মুহূর্তের জন্যও মনোযোগ শিথিল হলে একটা চাল হয় তো দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, যার ফলে ঘটল সমূহ ক্ষতি বা পরাজয়। সম্ভাবিত চালগুলি শুধু যে একাধিক তাই নয়, বেশ জটিলও বটে, আর তাই বেখেয়াল হওয়ার সম্ভাবনাটাও বেশী; ফলে দশের মধ্যে ন'টি ক্ষেত্রেই সেই দাবারুই জিতে যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অপেক্ষা যার মনোযোগশক্তি বেশী। অপর দিকে, ড্র্যাফ্‌ট খেলায় প্রতিটি চাল এত বেশী দ্বিতীয়রহিত ও একক যে বেখেয়াল হবার সম্ভাবনাই সেখানে অল্প, আর মনোযোগের বদলে শ্রেষ্ঠতর ক্রীড়া-নৈপুণ্যই সেখানে জয়ের দিকে বড় হয়ে থাকে। সোজা কথায়—এমন একটা ড্র্যাফ্‌ট খেলার কথা ধরা যাক যেখানে রাসেটাকে সোজাসু

www.BanglaBook.org

কমানো হল, সেখানে তো নজর এড়িয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে তো জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে কেবলমাত্র বুদ্ধির তারতম্য দিয়ে।

দীর্ঘকাল ধরে বিচার-শক্তির উপর হুইস্ট খেলার প্রভাবের খ্যাতি প্রচলিত আছে; তীক্ষ্ণতম ধীশক্তির অধিকারী মানুষরা সে খেলায় অকারণ আনন্দ উপভোগ করে থাকে, আর দাবাকে বলে তুচ্ছ বাচাল খেলা। নিঃসন্দেহে হুইস্ট খেলার মত অন্য কোন খেলায় বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। সারা খৃস্টীয় অঞ্চলের একজন শ্রেষ্ঠ দাবারু তার বেশী কিছু হয়ে উঠতে পারে না; কিন্তু হুইস্ট খেলায় যে সুদক্ষ জীবনের অন্য যে সব ক্ষেত্রে মনের সঙ্গে মনের লড়াই চলে সেখানেও জয়লাভের ক্ষমতা সে রাখে। সুদক্ষ বলতে আমি বুঝি খেলায় সেই পূর্ণতা ন্যায়সঙ্গত সুবিধা লাভের সবগুলি উৎস যেখানে করায়ত্ত। সে উৎস শুধু সংখ্যায় অনেক নয়, নানা ধরনেরও বটে; সাধারণত মনের যে গভীর মণিকোঠায় সেগুলি সঞ্চিত থাকে সাধারণ বুদ্ধি সেখানে পেঁছিতেই পারে না।

বিশ্লেষণাত্মক শক্তিকে সরল বুদ্ধির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়; কারণ যে বিশ্লেষক সে বুদ্ধিমানও বটে। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান মানুষ প্রায়ই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একান্তই অক্ষম হতে পারে। বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষক ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা উৎকল্পনা ও কল্পনার পার্থক্যের চাইতে অনেক বেশী, যদিও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও যথেষ্ট। বস্তুত দেখা যায় যে, বুদ্ধিমান লোকরাই উৎকাল্পনিক হয়। আর সত্যিকারের কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মানুষ কখনও বিশ্লেষক ভিন্ন অন্য কিছু হয় না।

যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি সেটি পাঠকের কাছে এই বক্তব্যের ভাষ্যরূপেই প্রতিভাত হবে।

১৮—সালের বসন্তকাল ও গ্রীষ্মের কতকাংশ প্যারিসে বাস করার সময় মঁসিয় সি. অগাস্ত দুপঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেই যুবক ভদ্রলোকটি ছিল একটি ভাল—বস্তুত একটি বিখ্যাত পরিবারের ছেলে, কিন্তু নানা প্রতিকূল ঘটনায় সে তখন এতদূর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছিল যে তার নীচেই চাপা পড়ে গিয়েছিল তার চারিত্রিক শক্তি; বাইরের জগতে চলাফেরা অথবা সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করাই সে ছেড়ে দিয়েছিল; অবশ্য উত্তমর্ণদের সৌজন্যে পৈত্রিক সম্পত্তির যৎসামান্য তখনও তার হাতে ছিল; আর তার থেকে যা আয় হতো তা থেকেই যথেষ্ট টানাটানি করে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সংগ্রহ করত; আজেবাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাত না। পুঁথিপত্রই তার একমাত্র বিলাস-সামগ্রী, আর সে বস্তু প্যারিসে সহজলভ্যও বটে।

রু মঁৎমর্তারের একটা অখ্যাত গ্রন্থাগারে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। ঘটনাচক্রে দুজন একই দুষ্প্রাপ্য ও অত্যন্ত নামকরা বইয়ের খোঁজ করায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও জন্মেছিল। বারে বারেই আমাদের দেখা হতে লাগল। নিজের বিষয়ে কথা বলার সময় ফরাসীরা যেরকম অতিমাত্রায় উৎসাহ বোধ করে তেমনিভাবেই নিজের ছোট পারিবারিক ইতিহাস আমাকে শুনিয়েছিল, আর আমিও [illegible]হভরে শুনেছিলাম। তার পড়াশুনার ব্যাপক ক্ষেত্র আমাকে বিস্মিত করেছিল। বিশেষ করে [illegible] অতি-উচ্ছাস ও নবীনতায় আমার অন্তরলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আমার মনে

www.BanglaBook.org

ছিল. সেই সময় আমি প্যারিসে যে সব জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সেদিক থেকে এ ধরনের একটি লোকের সাহচর্য আমার পক্ষে একটি অমূল্য সম্পদ বিশেষ ; সে কথা তাকে খোলাখুলি বলেও ফেললাম। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল, আমি যতদিন সে শহরে কাটাব ততদিন দু'জন একসঙ্গেই বাস করব। যেহেতু আমার সাংসারিক অবস্থা তার তুলনায় কিছুটা অল্প বিপন্ন ছিল তাই বাড়ি ভাড়া করা এবং আমাদের অদ্ভুত মেজাজ অনুযায়ী তার আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করার অনুমতিটা আমিই পেয়ে গেলাম। ভাড়া করা হল একটি কালজীর্ণ অদ্ভুতদর্শন অট্টালিকা ; কুসংস্কারবশত বাড়িটা যে দীর্ঘকাল যাবৎ পরিত্যক্ত সে খোঁজও আমরা নিলাম না ; তাছাড়া প্রায়-ভেঙে-পড়ার অবস্থায় উপনীত বাড়িটা ছিল কবুর্গ স্যাঁৎ জার্মেনের একটি নির্জন অঞ্চলে।

সেখানে আমাদের বাঁধাধরা দৈনিক জীবনযাত্রার বিবরণ যদি এ জগতের মানুষ জানতে পারত তাহলে আমাদের নিশ্চয় পাগল মনে করত—অবশ্য এমন পাগল যারা কারও কোন ক্ষতি করে না। আমাদের নির্জনবাস একেবারে নিখুঁত। কোন অতিথি আসত না আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আসলে আমাদের এই গোপন আস্তানার কথাটা পূর্ব পরিচিত জনদের কাছে সযত্নে গোপন রাখা হয়েছিল ; তাছাড়া অনেককাল ধরেই দুপঁ প্যারিসের কোন খবর রাখে না, আবার প্যারিসের লোকরাও তার খোঁজ-খবর করা ছেড়ে দিয়েছে। আমরা নিজেদের নিয়েই দিন কাটাতে লাগলাম।

আমার বন্ধুটি তো নিজের খামখেয়ালের বসে (তাছাড়া একে আর কি বলতে পারি ?) এখানকার রাত নিয়ে একেবারে মেতে উঠল ; আর তার অন্য সব খেয়ালের মতই আমিও সুরসুর করে তার এই গাড্ডায় পড়ে গেলাম ; তার অদ্ভুত সব খেয়ালের পায়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলাম। এই স্বর্গীয় অন্ধকার অবশ্য সব সময় আমাদের ঘিরে থাকত না, কিন্তু আমরা তার নকল উপস্থিতি তৈরী করে নিতাম। প্রথম দিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো বাড়ির সবগুলো ভারী জানালা আমরা বন্ধ করে দিলাম ; তীব্র গন্ধযুক্ত দুটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম ; তা থেকে বের হতে লাগল কেবলমাত্র ভৌতিক ও ক্ষীণ আলোর রেখা। সেই আলোর সাহায্যেই আমরা যেন স্বপ্নের মধ্যে পড়াশুনা, লেখা ও কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলাম। এই ভাবেই চলত যতক্ষণ না ঘড়িটা আমাদের জানিয়ে দিত প্রকৃত অন্ধকারের আগমন-বার্তা। তখন আমরা হাতে হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়তাম, দিনের আলোচনারই জের চালিয়ে যেতাম, এবং সেই জনাকীর্ণ শহরের উজ্জ্বল আলো ও ছায়ার ভিতর দিয়ে দূর-দূরান্তে ঘুরে ঘুরে মানসিক উত্তেজনার সেই অসীমতার সন্ধান করতাম যা মেলে একমাত্র শান্ত পর্যবেক্ষণের পথে।

সেই সব সময়ে দুপঁর মধ্যে বিশ্লেষণ-ক্ষমতার একটা বিশেষ গুণ আমার চোখে পড়ত ; তার প্রশংসা না করে পারতাম না। আরও মনে হত, সে ক্ষমতা লোককে দেখানোর জন্য না হোক অন্তত তার অনুশীলনে তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট ; তাতে সে যে আনন্দ লাভ করে সেকথা জানাতেও সে সংকোচ বোধ করত না। একটু মুচকি হেসে সগর্বে বলত যে অধিকাংশ মানুষই তার সম্পর্কে বুকের মধ্যে একটা জানালা পুষে রাখে এবং আমার সম্পর্কে তারা যে অনেক কিছুই জানে সেটাকে সোজাসুজি

www.BanglaBook.org

বোঝাতেই তারা অভ্যস্ত। সেই সব মুহূর্তে তার চালচলন হয়ে উঠত নির্জীব ও নিষ্ক্রিয়; তার চোখ দুটি হয়ে উঠত শূন্যদৃষ্টি; তার কণ্ঠস্বর উঠত তিনগুণ উচ্চগ্রামে। তার সেই [illegible] দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ে যেত দ্বৈত সত্তার দার্শনিক তত্ত্বের কথা; আমি কল্পনা করতাম দুটো মনের মধ্যেও বাস করে দুটো মন—একটি সৃষ্টিধর্মী, অপরটি বিশ্লেষণধর্মী।

এই সব কথা থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি কোন রহস্য বা রোমান্সের কথা লিখতে বসেছি। ফরাসী ভদ্রলোকটির যে বিবরণ আমি দিয়েছি সেটা কোন উত্তেজিত হৃদয় বা রোমান্সের ধীশক্তিরই ফলশ্রুতি মাত্র। কিন্তু সেই সময়ে তার কথাবার্তার স্বরূপ সবচেয়ে ভাল বোঝা যাবে তার একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে।

একদিন রাতে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম প্যালেস রয়েল-এর কাছাকাছি একটা নির্জন লম্বা সোজা রাস্তা ধরে। দুজনেই নিজ নিজ চিন্তায় ডুবে থাকায় অন্তত পনেরো মিনিট কেউ একটি কথাও বলি নি। হঠাৎ দুপঁ বলে উঠল:

"অত্যন্ত ছোটখাটো এই লোকটি 'থিয়েতর দ্য ভ্যারায়েতেস'-এ গেলে যে অনেক ভাল করতে পারত সে কথা খুবই সত্যি।"

কোন কিছু চিন্তা না করেই আমি বললাম, "সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" একমুহূর্ত পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গভীর বিস্ময়ে বললাম, "দেখ দুপঁ, এটা একেবারেই আমার বুদ্ধির অতীত; অসংকোচেই বলছি যে আমি অবাক হয়ে গেছি, আমার ইন্দ্রিয়গুলিও বোধ হয় অকেজো হয়ে পড়েছে। আমি কি ভাবছিলাম সেটা জানা তোমার পক্ষে কি করে সম্ভব হল—?" কথার মাঝখানেই আমি থেমে গেলাম।

সে বলল, "চাতিলির কথা বলছ তো? তা থামলে কেন? তুমি তো নিজের মনকেই বলছিলে যে বেঁটে চেহারার জন্যই বিয়োগান্ত নাটকে তাকে মানায় না।"

আমি ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছিলাম। চাতিলি রু স্যাঁৎ ডেনিস-এর একজন প্রাক্তন মুচি; রঙ্গমঞ্চের ভূত মাথায় ঢোকায় ক্রিবিলিয়ঁ-র "জারাকেসস" নামক নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করতে নেমে যথেষ্ট গালাগালি খেয়েছে।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বল কোন্ পন্থায়—অবশ্য যদি কোন নির্দিষ্ট পন্থা থেকে থাকে—তুমি এ ব্যাপারে আমার মনের কথাটা জানতে পারলে?"

বন্ধু উত্তর দিল, "আর সেই ফলওয়ালাই তো তোমাকে বুঝিয়েছে যে লম্বা-চওড়া চেহারার জারাকেসস-এর চরিত্রে অভিনয় করার মত দৈহিক উচ্চতা সেই মুচিরপোর মোটেই নেই।"

"ফলওয়ালা!—তুমি তো আমাকে অবাক করে দিলে—কোন ফলওয়ালাকেই আমি চিনি না।"

"এই তো পনেরো মিনিট আগে আমরা এই পথে ঢুকবার মুখেই তো একটি [illegible] ছুটে এসে তোমার গায়ে পড়েছিল।"

মনে পড়ল, আমরা যখন রু সি থেকে এই বড় রাস্তাটার পড়ি [illegible] একটা

www.BanglaBook.org

আপেল ভর্তি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলে দিয়েছিল ; কিন্তু তার সঙ্গে চান্তিলির কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারলাম না।

দুপঁ কখনও বাজে কথা বলে না। সে বলল, "বুঝিয়ে বলছি ; আর সমস্ত ব্যাপারটা যাতে তুমি ভালভাবে বুঝতে পার সেজন্য আমাদের দুজনের কথাবার্তার শুরু থেকে ফলওয়ালার সঙ্গে তোমার ধাক্কা লাগা পর্যন্ত তোমার চিন্তার পুরো ধারাটাই আমি গোড়া থেকে পর পর বলে যাচ্ছি। এই চিন্তা-সূত্রের বড় বড় গ্রন্থিগুলো হচ্ছে—চান্তিলি, ওরিয়ন, ড. নিকলস, এপিকিউরাস, স্টিরিওটমি, রাস্তার পাথর, ফলওয়ালা।"

তার কথাগুলো শুনে আমি স্বীকার করলাম যে সে ঠিক কথাই বলেছে। তখন সে আবার বলতে শুরু করল :

"যতদূর মনে পড়ে, রুসি ছেড়ে আসার ঠিক আগে আমরা ঘোড়ার বিষয়ে কথা বলছিলাম। সেটাই ছিল আমাদের আলোচনার শেষ বিষয়। পার হয়ে এই রাস্তায় পড়ার মুখে একটি ফলওয়ালা মস্ত একটা ঝুড়ি নিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল এক জায়গায় স্তূপ-করা পাথরকুচির উপরে। একটা পাথরের টুকরোয় পা হড়কে পড়ে গিয়ে তোমার পায়ের কব্জিটা ঈষৎ মচকে গেল, তুমি বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললে, পাথরের স্তূপটার দিকে তাকালে, তারপর নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলে। তখন আমি যে বিশেষ মনযোগ দিয়ে দেখেছিলাম তা কিন্তু নয় ; সম্প্রতি কোন কিছুকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করাটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

"তোমার চোখ তখনও মাটির দিকে—বিরক্ত মুখে রাস্তাটার খানা-খন্দের দিকে তাকিয়েছিলে। অবশেষে আমরা লামার্টিন নামক ছোট গলিটায় পেঁছিলাম। সে গলিটা সুন্দরভাবে বাঁধানো। তোমার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; তোমার ঠোঁট নড়া দেখে সন্দেহমাত্র রইল না যে তুমি অস্ফুটভাবে 'স্টিরিওটমি' কথাটাই উচ্চারণ করছিলে ; এ ধরনের রাস্তা বাঁধানোকে ঐ নামেই অভিহিত করা হয়। আমি জানতাম পরমাণুর কথা এবং এপিকিউরাসের মতবাদের কথা মনে না এলে তুমি স্টিরিওটমি কথাটা উচ্চারণ করতে না। তারপর খুব বেশীদিন আগের কথা নয় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তোমাকে বলেছিলাম এই মহান গ্রীক পণ্ডিতের অস্পষ্ট অনুমানটি কী আশ্চর্যভাবে সাম্প্রতিক নীহারিকা-তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত হয়েছে। ফলে সেই মুহূর্তে তুমি যে ওরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জের নীহারিকার দিকে চোখ তুলে তাকাবে সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই তুমি করেছিলে ; আর তখনই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে তোমার চিন্তার ধাপগুলিকে আমি ঠিক ঠিক অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু গতকালের 'মিউজি' পত্রিকায় চান্তিলির তিক্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার মুচি মহোদয় অভিনেতা সাজতে গিয়ে নিজের নামের যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল কিছুটা অপমানজনকভাবে তার উল্লেখ করতে গিয়ে একটি লাতিন পংক্তি উদ্ধৃত করেছিল। পংক্তিটি এই রকম।

Perdidit antiquum litera prima sonum. তখনই তোমাকে বলেছি যে এর মধ্যে ওরিয়ন-এর কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং এটা তো খুবই স্পষ্ট যে ওরিয়ন ও চান্তিলি এই দুটো শব্দকে

www.BanglaBook.org

তুমি একসঙ্গে মনে না করে পারবে না। তোমার ঠোঁটের হাসির চেহারা দেখেই আমি বলতে পারলাম যে কথা দুটিকে তুমি একসঙ্গেই স্মরণ করেছ। বেচারি মুচিটির আত্মবলিদানের কথাই তুমি ভাবছিলে। এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একটু উবু হয়েই হাঁটছিলে; কিন্তু এবার দেখলাম তুমি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছ। ঠিক বুঝলাম যে চাঁতিলির বেঁটে মূর্তিটার কথাই তুমি ভাবছ। আর ঠিক তখনই তোমার চিন্তায় বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম যেহেতু এই লোকটি—এই চাঁতিলি—খুবই ছোটখাট দেখতে তাই 'থিয়েতর দ্য ভারাতেয়েস'-এ সে আরও ভাল করতে পারত।

এর কিছুক্ষণ পরেই "গেজেৎ দ্য ত্রাইকনো"-র একখানি সান্ধ্য সংস্করণের উপর চোখ বুলোতে বুলোতে নীচের অনুচ্ছেদটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

"অসাধারণ হত্যাকাণ্ড।—আজ সকাল প্রায় তিনটের সময় পর পর ভয়ংকর আর্তনাদ শুনে কোয়ার্তিয়ের স্যাঁৎ রোচ-এর অধিবাসীদের ঘুম ভেঙে যায়। যতদূর মনে হয় আর্তনাদটা এসেছিল রু মর্গের একটা বাড়ির চারতলা থেকে। সেখানে বাস করত শুধু মাদাম ল' এস্পানায়ে ও তার মেয়ে মাদমুয়জেল ক্যামিল ল' এস্পানায়ে। স্বাভাবিক পথে সেখানে ঢোকার বৃথা চেষ্টার পরে কিছুটা বিলম্বে শাবল দিয়ে ফটকটা ভেঙে ফেলা হয় এবং দু'জন সশস্ত্র পুলিশসহ আটজন প্রতিবেশী সেখানে ঢোকে। ততক্ষণে চীৎকার থেমে গেছে; কিন্তু তারা সিঁড়ির প্রথম ধাপগুলি বেয়ে উঠবার সময়ই দুই বা ততোধিক মোটা গলার ক্রুদ্ধ বকাবকি তাদের কানে আসে; সে শব্দটা বাড়ির উপর দিক থেকেই আসছে বলে তাদের মনে হয়। সিঁড়ির দ্বিতীয় চাতালে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব শব্দও থেমে যায়; তারপর সব কিছু সম্পূর্ণ চুপচাপ। প্রবেশকারী দলটা ছড়িয়ে পড়ে এ-ঘরে ও-ঘরে ছুটতে থাকে। চারতলার একটা বড় পিছনের ঘরে পেঁছে (দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় জোর করে ভেঙে ফেলা হয়) যে দৃশ্য তারা দেখতে পেল তাতে উপস্থিত সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে।

"এ্যাপার্টমেণ্টটা একেবারে ছত্রখান হয়ে ছিল—ভাঙা আসবাবপত্র চারিদিকে ছড়ানো। একটিমাত্র খাট থেকে বিছানাপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে মেঝের মাঝখানে। একখানা চেয়ারের উপর পড়ে আছে রক্তমাখা ক্ষুর। অগ্নিকুণ্ডের উপরে পড়ে আছে দু' তিনটি লম্বা, ঘন, রক্তাক্ত পাকা চুলের বেণী; দেখে মনে হয় গোড়াশুদ্ধু উপড়ে ফেলা হয়েছে। মেঝেতে পাওয়া গেছে চারটি নেপোলিয়ঁ (ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা), একটি পোখরাজের দুল, তিনটে বড় রুপোর চামচ, তিনটে ছোট ধাতুর চামচ, দুটো বড় থলে ভর্তি প্রায় চার হাজার সোনার ফ্রাঁ। ঘরের এককোণে দাঁড় করানো বুরোর টানাগুলো খোলা; দেখে মনে হয় লুঠ করা হয়েছে, যদিও অনেক কিছু তখনও তার মধ্যে ছিল। বিছানাপত্রের নীচে (খাটের নীচে নয়) একটা ছোট লোহার সিন্দুক পাওয়া গেছে। সেটাকে খোলা হয়েছিল, চাবিটা তখনও ঝুলছিল। কিছু পুরনো চিঠি ও বাজে কাগজ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই পাওয়া যায় নি।

"মাদাম ল' এস্পানায়ের কোন চিহ্নই চোখে পড়ে নি; কিন্তু অগ্নিকুণ্ডে অস্বাভাবিক রকমের বেশী ঝুল দেখে চিমনির ভিতরটা খোঁজ করা হয়, আর (কী ভয়ংকর কথা!) মেয়ের মৃতদেহটি নীচের

www.BanglaBook.org

দিকে মাথা রাখা অবস্থায় তার ভিতর থেকে টেনে নামানো হয়; বেশ বোঝা যায় সরু চিমনির ভিতর দিয়ে সেটাকে অনেকটা উপরে ঠেলে তুলে দেওয়া হয়েছিল। মৃতদেহটা তখনও বেশ গরম ছিল। সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল অনেক জায়গায় ছাল-ছামড়া উঠে গেছে; যেরকম জোর করে সেটাকে উপরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং নামানো হয়েছে এগুলি যে তারই ফল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুখময় অনেক গভীর কাটা দাগ, কালসিটে পড়া গলায় আঙুলের নখের গভীর ক্ষত; মনে হয় মৃত মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।

"বাড়িটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর কিছু না পেয়ে দলটা চলে যায় বাড়ির পিছনকার একটি ছোট বাঁধানো উঠোনে, আর সেখানেই পাওয়া যায় বৃদ্ধ মহিলার মৃতদেহ; গলাটা সম্পূর্ণ কাটা; সেটাকে ধরে তুলবার চেষ্টা করতেই মাথাটা নীচে পড়ে গেল। মাথাসহ দেহটাকে ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে···দেহটার বিকৃতি এত বেশী ঘটানো হয়েছে যে সেটাকে মানুষের দেহ বলেই চেনা যাচ্ছে না।

"আমাদের বিশ্বাস, এই ভয়ংকর রহস্যের কোন সূত্রই এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।"

পরদিনের কাগজে এই সব অতিরিক্ত বিবরণ পাওয়া গেল।

"রু মর্গের শোকাবহ ঘটনা। এই অতি-অসাধারণ ও ভয়ংকর ব্যাপার নিয়ে আরও অনেক লোককে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনার উপর আলোকপাত করার মত কিছুই পাওয়া যায় নি। যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে নীচে আমরা সেগুলি তুলে ধরলাম।

"ধোবিখানার মালিক পলিন দুবুর্গ সাক্ষ্যতে বলেছেন মৃত দু'জনকেই সে তিন বছর ধরে চেনে; এই সময়টা সে তাদের পোশাকপত্তর ধুয়েছে। বৃদ্ধা মহিলা ও তার মেয়ের মধ্যে বেশ সদ্ভাবই ছিল—একে অপরকে খুব ভালবাসত। টাকা-পয়সার ব্যাপারেও তারা চমৎকার। তাদের জীবনযাত্রা বা আয়-উপার্জনের ব্যাপারে সে কিছু বলতে পারে না। তাদের অনেক টাকা আছে বলে শুনেছে। কাপড়-চোপড় আনতে বা ফেরত দিতে সে বাড়িতে গিয়ে কখনও কোন অপর লোককে দেখে নি। তাদের যে কোন চাকর ছিল না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। চারতলা ছাড়া বাড়ির অন্য কোথাও কোন আসবাব ছিল বলে সে মনে করে না।

"তামাক-বিক্রেতা পিয়ের মরো তার সাক্ষ্যতে বলেছে, প্রায় চার বছর ধরে সে মাদাম ল' এস্পানায়াকে অল্প পরিমাণে আমাক ও নস্যি বিক্রি করেছে। কাছাকাছিতেই সে জন্মেছে আর সেখানেই আগাগোড়া বাস করছে। যে বাড়িতে মৃতদেহ দুটি পাওয়া গেছে মৃতা ও তার মেয়ে দু' বছরের বেশী সে বাড়িতে বাস করছে। আগে ও বাড়িতে একজন স্বর্ণকার থাকত; সে নানা জনকে উপরের ঘরগুলো ভাড়া দিত। বাড়িটা মাদাম ল'-র সম্পত্তি। তাই তার বাড়ি নিয়ে ভাড়াটের এই অপব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে সে নিজেই বাড়িতে উঠে এল; আর ভাড়া দিতে রাজী হল না। বৃদ্ধা মহিলাটি একটু ছেলেমানুষ ছিল। গত দু' বছরে সাক্ষী মেয়েটিকে দেখেছে মাত্র পাঁচ-ছ' বার। দু'জনই অতিমাত্রায় অবসর জীবন যাপন করত— তাদের যথেষ্ট অর্থ ছিল বলে শোনা যায়। সাক্ষী

www.BanglaBook.org

প্রতিবেশীদের মুখে শুনেছে যে মাদাম ল' সম্পদের কথা ফলাও করে বলত—কিন্তু সে তা বিশ্বাস করে না। বৃদ্ধা মহিলা ও তার মেয়ে ছাড়া আর কোন মানুষকে সে ও বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে নি; একদিন বা দু'দিন কুলিকে ঢুকতে দেখেছে; আর একজন চিকিৎসককে দেখেছে আট দশ দিন।

"আরও অনেক প্রতিবেশী ঐ একই সাক্ষী দিয়েছে। কেউই সে বাড়িতে যাতায়াত করার কথা বলে নি। মাদাম ল' ও তার মেয়ের মধ্যে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না তাও কেউ জানে না। সামনের দিককার জানালার খড়খড়ি কদাচিৎ খোলা হত। চারতলার পিছন দিককার বড় ঘরটা ছাড়া অন্য সব পিছনের জানালাও সব সময় বন্ধ থাকত। বাড়িটা ভালই ছিল—খুব পুরনো নয়।

"সশস্ত্র পুলিশ ইসিদোর মুসেৎ তার সাক্ষ্যে বলেছে, সকাল তিনটের সময় তাকে ও-বাড়িতে ডাকা হয়; ফটকে বিশ-ত্রিশটি লোককে দেখতে পায় বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত বেয়নেট দিয়ে ফটক খোলা হয়—শাবল দিয়ে নয়। ফটক খুলতে বেশী কষ্ট হয় নি, কারণ ফটকটা ছিল দোভাঁজ করা, আর নীচে বা উপরে কোন খিল ছিল না। ফটক না খোলা পর্যন্ত আর্তনাদ চলছিল—তারপরই হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রণাকাতর কোন মানুষের বা অনেকের আর্তনাদ বলেই মনে হচ্ছিল—বেশ জোরালো ও একটানা আর্তনাদ, সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত নয়। সাক্ষীই সকলের আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। প্রথম চাতাল থেকেই দুটো গলার জোরালো ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ শুনতে পায়—একটি গলা কর্কশ, অপরটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। প্রথম কণ্ঠ জনৈক ফরাসীর; তার কয়েকটা শব্দ সে ধরতে পেরেছিল। সে কণ্ঠ যে কোন স্ত্রীলোকের নয় সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। Sacre ও Diable শব্দ দুটি ধরতে পেরেছিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অধিকারী কোন বিদেশী। সেটা পুরুষের কি নারীর কণ্ঠস্বর তা নিশ্চয় করে বলতে পারে না। তার বক্তব্যও সে বুঝতে পারে নি, তবে তার বিশ্বাস ভাষাটা স্প্যানিশ। ঘর ও মৃতদেহ দুটোর যে বর্ণনা সাক্ষী দিয়েছে সেটা আমাদের গতকালের বর্ণনার অনুরূপ।

"প্রতিবেশী আরি দুভাল পেশায় একজন রৌপ্যকার; সে সাক্ষ্যে বলেছে, যে দলটি প্রথম বাড়িতে ঢুকেছিল সে তাদের অন্যতম। মোটামুটিভাবে মুসেৎ-এর বক্তব্যকেই সে সমর্থন করেছে। ভিতরে ঢুকেই তারা দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে শেষ রাত সত্ত্বেও দ্রুত সমবেত ভিড় ভিতরে ঢুকতে না পারে। এ সাক্ষীর মতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অধিকারী একজন ইতালীয়। ফরাসী যে নয় সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। সেটা যে পুরুষের কণ্ঠ সে বিষয়েও সে নিশ্চিত নয়। নারীকণ্ঠও হতে পারে। ইতালীয় ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। কথাগুলি ধরতে পারে নি, তবে কথা বলার ভঙ্গী থেকে তার স্থির বিশ্বাস যে বক্তা একজন ইতালীয়। মাদাম ল' ও তার মেয়েকে সে চিনত। প্রায়শই তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যে মৃত দু'জনের কারও নয় সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।

"—রেস্তোরাঁর মালিক ওদেন হাইমার। এই সাক্ষী স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। ফরাসী বলতে পারে না বলে একজন দো-ভাষীর মাধ্যমে তার সাক্ষ্য নেওয়া হয়। আমস্টারডামের অধিবাসী। আর্তনাদের সময় বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আর্তনাদ বেশ কয়েক

www.BanglaBook.org

মিনিট ধরে চলছিল—হয় তো দশ মিনিট। আর্তনাদ ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও জোরালো—খুব ভয়াবহ ও দুঃখদায়ক। যারা বাড়ির ভিতর ঢুকেছিল সে তাদেরই একজন। একটি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে পূর্বেকার সাক্ষ্য সে সমর্থন করে। তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর যে একজন পুরুষের—একজন ফরাসীর সে বিষয়ে নিশ্চিত। উচ্চারিত কথাগুলি ধরতে পারে নি। কথাগুলি ছিল জোরালো ও দ্রুত—অসমান- বলা হয়েছিল ভয়ে ও রাগে। কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ—যত না তীক্ষ্ম তার চাইতে বেশী কর্কশ। তীক্ষ্ম স্বরও বলে নি। কর্কশ কণ্ঠস্বর বার বার উচ্চারণ করেছে 'Sacre', 'diable' আর একবার 'mon Dieu'.

"রু দেলোরা-র মিগনো এং ফিলস্ ফার্মের ব্যাংকার জুলে মিগনো। সেই বড় মিগনো। মাদাম ল' এস্পানায়ের কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল। —সালের বসন্তকালে (আট বছর আগে) তার ব্যাংকে একটা হিসাব খুলেছিল। মাঝে মাঝে অল্প কিছু টাকা জমা দিত। মৃত্যুর তিন দিন আগে স্বয়ং এসে 8,000 ফ্রাঁ তুলে নিয়েছিল। টাকাটা দেওয়া হয়েছিল সোনায়, আর তা নিয়ে একজন কেরানিকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল।

"মিগনো এং ফিলস্-এর কেরানি এদলফ্ লে বো তার সাক্ষ্যে বলেছে, সেদিন দুপুরে দুটো থলেতে 8.000 ফ্রাঁ নিয়ে মাদাম ল' এস্পানায়ের সঙ্গে সে তার বাসভবনে গিয়েছিল। দরজা খোলা হলে মাদমোয়জেল ল' নিজে বেরিয়ে এসে তার হাত থেকে একটা থলে নেয় এবং অপর থলেটি নেয় বৃদ্ধা মহিলাটি। তারপর সে অভিবাদন করে চলে আসে। সে সময় রাস্তায় কোন লোক দেখে নি। সেটা একটা উপ-পথ—খুব নির্জন।

দর্জি উইলিয়াম বার্ড তার সাক্ষ্যে বলেছে, যারা প্রথম বাড়িটাতে ঢুকেছিল সে তাদের অন্যতম। একজন ইংরেজ। দু'বছর হল প্যারিসে আছে। প্রথম যারা সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল সে তাদেরও অন্যতম। বাদানুবাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল। কর্কশ কণ্ঠস্বর জনৈক ফরাসীর। কথাগুলি বুঝতে পেরেছিল, এখন স্মরণ করতে পারছে না। পরিষ্কার শুনেছে 'Sacre' ও 'Mon Dieu' সেই মুহূর্তে এমন একটা আওয়াজ হয়েছিল যেন কয়েকজন ধস্তাধস্তি করছে—ঘষাঘষি ও হুড়োহুড়ির শব্দ। তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরটি ছিল খুবই জোরালো—কর্কশ কণ্ঠস্বর অপেক্ষা জোরালো। সেটা যে কোন ইংরেজের গলা নয় সে বিষয়ে নিশ্চিত। জার্মান বলে মনে হয়েছিল। নিশ্চয় কোন স্ত্রীলোকের গলা। সে জার্মান জানে না।

উপরে উল্লেখিত সাক্ষীদের মধ্যে চারজনকে আবার ডাকা হলে তারা বলে যে, মাদমোয়জেল ল'-এর মৃতদেহ যে ঘরে পাওয়া যায় সে ঘরে পেঁছে তারা দেখতে পায় ঘরের দরজা ভিতর থেকে তালাবন্ধ। সবকিছু সম্পূর্ণ চুপচাপ—কোন আর্তনাদ বা আওয়াজ শোনা যায় নি। দরজা ভেঙে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। পিছনের ও সামনের ঘরের সব জানালা নামানো ছিল এবং ভিতর থেকে শক্ত করে আটকানো ছিল। দুটি ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ ছিল, কিন্তু তালা দেওয়া ছিল না। সামনের ঘর থেকে বারান্দায় যাবার দরজাটা তালা দেওয়া ছিল, আর চাবিটা ছিল ভিতরে। চারতলার

www.BanglaBook.org

বাড়ির সামনের দিকে বারান্দার মাথায় ছোট ঘরটা খোলা ছিল, দরজাও ছিল সপাটে খোলা। ঘরটাতে ডাই করা ছিল পুরনো বিছানা, বাক্স প্রভৃতি। সেগুলি ভাল করে সরিয়ে তল্লাস করা হয়েছিল। বাড়ির এক ইঞ্চি জায়গাও কড়া তল্লাসীর হাত থেকে রেহাই পায় নি। চিমনিগুলোর উপর-নীচে ঝাড়ু চালানো হয়েছিল। বাড়িটা চারতলা, তার উপরে একটা চিলে-কোঠা। ছাদের চাপ-দরজাটাকে ধীরে সুস্থে পেরেক চালিয়ে নামানো হয়েছিল—বেশ কিছু বছর সেটা যে খোলা হয় নি তা বোঝা গিয়েছিল। তর্কাতর্কির শব্দ কানে আসা এবং ঘরের দরজা ভাঙার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতটা ছিল সে সম্পর্কে সাক্ষীরা নানারকম কথা বলে। কেউ বলল তিন মিনিট,—কেউ বা পাঁচ মিনিট। দরজাটা খুলতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল।

"মুর্দাফরাস আলফনজো গার্চিও তার সাক্ষ্যে বলে, সে রু মর্গেই থাকে। স্পেনের অধিবাসী। যারা বাড়িতে ঢুকেছিল তাদের একজন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে নি। স্নায়ু দুর্বল, তাই উত্তেজনার ফল নিয়ে ভয় ছিল মনে। বিতর্কের আওয়াজ শুনেছিল। কর্কশ শব্দটা কোন ফরাসীর। কথাগুলি বুঝতে পারে নি। তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর একজন ইংরেজের—সে বিষয়ে নিশ্চিত। ইংরেজি ভাষা জানে না, কিন্তু উচ্চারণ থেকে ধরতে পারে।

"রুটিওয়ালা আলবের্তো মঁতানি বলেছে, প্রথম যারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছিল সে তাদের একজন। আলোচ্য কণ্ঠস্বরগুলি সে শুনেছে। কর্কশ গলাটি একজন ফরাসীর। কয়েকটি কথা ধরতে পেরেছিল। বক্তা কোন কিছুর প্রতিবাদ করছে বলে মনে হয়েছিল। তীক্ষ্ম কণ্ঠের কথাগুলি বুঝতে পারে নি। খুব দ্রুত আর অসমানভাবে কথা বলছিল। একজন রুশের গলা বলে মনে হয়। প্রদত্ত সাক্ষ্যকেই সমর্থন করে। নিজে ইতালীয়। কোন রুশের সঙ্গে কখনও কথা বলে নি।

"দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কয়েকজন সাক্ষী জানায় চারতলার সবগুলো ঘরের চিমনিই এত সরু যে তার ভিতর দিয়ে কোন মানুষ গলে যেতে পারে না। চিমনি পরিষ্কার করার ঝাড়ন দিয়ে বাড়ির প্রতিটি চিমনি আগাগোড়া খুঁচিয়ে দেখা হয়েছে। বাইরের লোক যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে সেই সুযোগে কেউ অন্য পথে পালিয়ে যেতে পারে এমন কোন গুপ্ত পথও বাড়িতে নেই। মাদমোয়জেল ল' এস্পানায়ের মৃতদেহটা এমনভাবে চিমনির সাথে আটকে গিয়েছিল যে চার-পাঁচজন একসঙ্গে টেনে তবে তাকে নীচে নামিয়েছিল।

"চিকিৎসক পল দুমা তার সাক্ষ্যে বলেছে, মৃতদেহ দেখার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল ভোরবেলা। যে ঘরে মাদমোয়জেল ল'-কে পাওয়া গিয়েছে সেই ঘরের খাটের উপরেই তখন মৃতদেহ দুটি শোয়ানো ছিল। তরুণীর দেহের অনেক ছাল-চামড়া উঠে গিয়েছিল। দেহটাকে যে চিমনির ভিতর দিয়ে জোর করে ঠেলে তুলে দেওয়া হয়েছিল তার ফলেই এটা ঘটেছিল। গলায় অনেক ঘস্টানির দাগ ছিল। থুতনির ঠিক নীচে কয়েকটা গভীর ক্ষত ছিল; তাছাড়া বেশকিছু কালসিটে দেখেই বোঝা যায় সেগুলি আঙুলের দাগ। মুখটা খুবই বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আর চোখের মণিও ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল। দাঁত লেগে জিভও কিছুটা কেটে গিয়েছিল। পাকস্থলীর উপর ছড়ে যাওয়ার একটা বড়

www.BanglaBook.org

দাগ দেখে মনে হয় হাঁটু দিয়ে চেপে ধরার ফলেই দাগটা হয়েছে। ম দুমার মতে, কোন অপরিচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তাকে গলা টিপে মেরেছিল। মায়ের দেহটা ভীষণভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। ডান পা ও বাহুর সবগুলি হাড়ই অল্প-বিস্তর গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। বাঁ পায়ের হাড় এবং বাঁ দিকের সবগুলি পাঁজরই ভেঙে গিয়েছিল। গোটা দেহই ভীষণভাবে কেটে ছড়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে সব ক্ষত কিভাবে হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। কোন অত্যন্ত শক্তিধর পুরুষ কাঠের ভারী মুগুর অথবা চওড়া লোহার দণ্ড—একটা চেয়ার—ইত্যাদি যেকোন ভারী বড় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেই এ ধরনের ক্ষত হতে পারে। কোন নারী কোনরকম অস্ত্র দিয়েই এত জোরে আঘাত করতে পারে না। সাক্ষী যখন দেখে তখন মৃতের মাথাটা দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল; খুব থেঁতলে ভেঙেও গিয়েছিল। গলাটা কাটা হয়েছিল অত্যন্ত ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে—হয়তো কোন ক্ষুর দিয়ে।

"সার্জন আলেকজান্দার এতিয়েনকে ডাকা হয়েছিল এম. দুমা-র সঙ্গেই মৃতদেহ দুটি দেখার জন্য। এম দুমা-র সাক্ষ্য ও মতামতকেই সে সমর্থন করে।

"আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু জানা যায় নি। সব দিক থেকেই এত বেশী রহস্যপূর্ণ ও জটিল হত্যাকাণ্ড আগে কখনও প্যারিসে সংঘটিত হয় নি, অবশ্য এটা যদি মোটেই হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে। এ ধরনের একটা অস্বাভাবিক ঘটনায় পুলিশ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কোন সূত্রের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।"

সংবাদপত্রটির সান্ধ্য সংস্করণে বলা হয়েছে, কায়োর্তিয়ের স্যাঁ রোচ-এ এখনও প্রচণ্ড উত্তেজনা রয়েছে—আলোচ্য বাড়িটিতে পুনরায় বেশ সতর্কতার সঙ্গে তল্লাসী চালানো হয়েছে; সাক্ষীদেরও নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। অবশ্য পুনশ্চতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ দলফ. লি বোঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে—অবশ্য উল্লিখিত বিবরণ ছাড়া এমন কিছু পাওয়া যায় নি যাতে তাকে এ ব্যাপারে জড়ানো যায়।

এ ব্যাপারে দুপঁর বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয়—অন্তত তার হাবভাব দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে, কারণ সে কোন মন্তব্যই করছে না। লি বোঁ-র কারারুদ্ধ হবার কথা ঘোষিত হবার পরেই সে সর্বপ্রথম এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চায়।

এই হত্যাকাণ্ড দুটিকে সমাধানের অতীত রহস্য বলে মনে করার ব্যাপারে সারা প্যারিসের সঙ্গে আমি একমত। এ খুনের সূত্র খোঁজার কোন পথই আমার চোখে পড়ে নি।

দুপঁ বলল, "এই সব তদন্তের খোলসমাত্র দেখে সে পথের বিচার করা ঠিক হবে না। প্যারিসের পুলিশের তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে, তারা চতুর বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাৎক্ষণিক পদ্ধতি ছাড়া তাদের কার্যকলাপের মধ্যে অন্য কোন পদ্ধতিই চোখে পড়ে না। নানা ব্যবস্থার একটা বিরাট প্রদর্শনী তারা খুলে ফেলে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে সেগুলি সুপ্রযুক্ত নয়। যে সব ফল তারা লাভ করে অনেক সময়ই সেগুলি চমকপ্রদ হয়ে থাকে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ফল লাভ ঘটে সহজ পরিশ্রম ও কাজকর্মের দ্বারা। এই গুণগুলি যেখানে থাকে না সেখানেই তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই হত্যাকাণ্ড দুটির ব্যাপারে পুলিশ সম্পর্কে কোন কথা বলার আগে এস আমরা নিজেরাই কিছুটা তদন্ত করে দেখি। তাতে খানিকটা মজা পাওয়া যাবে; তাছাড়া একসময় লি বোঁ আমার একটা উপকার করেছিল যার জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। চল না সেখানে গিয়ে নিজেদের চোখেই বাড়িটা দেখে আসি। পুলিশের প্রিফেক্ট জি আমার পরিচিত; প্রয়োজনীয় অনুমতি পেতে কোন অসুবিধা হবে না।"

অনুমতি পাওয়া গেল, আর আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রু মর্গ যাত্রা করলাম। রু রিচল্যু এবং স্যাঁৎ রোচ-এর মাঝখানে যে সব শোচনীয় রাস্তা আছে এটি তাদেরই অন্যতম। সেখানে যখন পেঁছিলাম তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে; আমাদের বাসস্থান থেকে জায়গাটা অনেক দূরে। বাড়িটা সহজেই পাওয়া গেল, কারণ রাস্তার বিপরীত দিক থেকে অনেক লোকই তখনও উদ্দেশ্যহীন কৌতূহল-বশত বাড়িটার বন্ধ খড়খড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। প্যারিসের সাধারণ একটা বাড়ি; একটা ফটক আছে, একপাশে ঘসা-কাঁচের একটা পাহারা-ঘর; তার জানালায় একটা ঠেলা-ঢাকনা। ভিতরে ঢোকার আগে আমরা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে একটা গলিতে ঢুকলাম এবং আর একবার মোড় ঘুরে বাড়িটার পিছনে চলে গেলাম—ইতিমধ্যে দুপঁ বাড়িটাসহ গোটা অঞ্চলকে এত বেশী মনোযোগসহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেটা আমার কাছে অকারণ বলেই মনে হল।

উল্টো দিকে হেঁটে আমরা আবার বাড়িটার সম্মুখে হাজির হলাম, ঘণ্টা বাজালাম এবং আমাদের পরিচয়-পত্র দেখে ভারপ্রাপ্ত লোকরা আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই ঘরটাতে ঢুকলাম যেখানে মাদময়জেল ল' এস্পানায়ের দেহটা পাওয়া গিয়েছিল, এবং যেখানে দুটো মৃতদেহ তখনও পর্যন্ত শোয়ানো ছিল। ঘরের বিশৃংখল অবস্থাটা তখনও যথারীতি বজায় রাখা ছিল। "গেজেৎ দ্য ত্রিবিড নো"-তে যা প্রকাশিত হয়েছিল তার বেশী কিছু আমি দেখতে পেলাম না। দুপঁ সব কিছু খুঁটিয়ে দেখল—মৃতদেহ দুটিও বাদ গেল না। তারপর গেলাম অন্য সব ঘরে এবং উঠোনে। একজন সশস্ত্র পুলিশ আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে থাকল। অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত তদন্ত চালিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। বাড়ি ফিরবার পথে আমার সঙ্গীটি একমুহূর্তের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকার কার্যালয়ে ঢুকেছিল।

আগেই বলেছি, আমার বন্ধুর নানারকম 'খামখেয়াল আছে।' এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পরদিন দুপুরের আগে কোন আলোচনা না করাটাই এখন তার মর্জিতে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, ঘটনার স্থলে বিশেষ কিছু আমি লক্ষ্য করেছি কি না।

"বিশেষ কথাটার উপর সে এত বেশী জোর দিল যে অকারণেই আমি শিউরে উঠলাম।

বললাম, "না, বিশেষ কিছুই তো চোখে পড়ে নি; অন্তত খবরের কাগজে যা পড়েছি তার বেশী কিছু তো নয়ই।"

সে বলল, "ব্যাপারটার অসাধারণ আতংকের দিকটাতে "গেজেৎ" মোটেই যায় নি। কিন্তু ওসব

www.BanglaBook.org

ছাপানো কাগজের অলস কথাবার্তা ছেড়ে দাও। আমার তো মনে হয়, ঠিক যে কারণে এই রহস্যটাকে সহজ সমাধানযোগ্য বলে মনে করা উচিত ঠিক সেই কারণেই এটাকে সমাধানের অতীত বলে ভাবা হচ্ছে। হত্যার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের অতি নিষ্ঠুরতার উদ্দেশ্যের আপাত অভাব দেখেই পুলিশ বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বাদানুবাদ প্রসঙ্গে দ্রুত বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিহত মাদমোয়জেল ল' এস্পানায়ে ভিন্ন অপর কাউকে উপরতলায় না দেখতে পাওয়া এবং যারা উপরে উঠেছিল তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পথ না থাকার ঘটনাগুলিকে মেলাবার আপাত অসম্ভবতাই পুলিশকে আরও বেশী বিচলিত করেছে। ঘরটির অত্যন্ত বিশৃংখল অবস্থা; মৃতদেহটার মাথা নীচে রেখে চিমনি দিয়ে উপরে ঠেলে দেওয়া; বৃদ্ধ মহিলার দেহটাকে ভয়ংকরভাবে বিকৃত করা, এবং আরও অনেক কিছু ঘটনা একত্রিত হয়ে সরকারী কর্তাদের ঢক্কানিনাদিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে একেবারেই ধরাশায়ী করে ফেলেছে। অস্বাভাবিককে দুর্বোধ্যতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সাধারণ ভুলের ফাঁদেই তারা পা দিয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ স্তর থেকে সরে যেতে পারলে তবেই বুদ্ধিবৃত্তি সত্যের পথ খুঁজে পায়। বস্তুত, এই রহস্যটি পুলিশের চোখে যতখানি সমাধানের অতীত বলে প্রতিভাত হয়েছে ঠিক ততখানি সাবলীলতার সঙ্গেই আমি তার সমাধানে পেঁছিতে পারব, অথবা পেঁছে গেছি।"

মূক বিস্ময়ে আমি বক্তার দিকে তাকালাম।

আমাদের এ্যাপার্টমেণ্টের দরজার দিকে তাকিয়ে সে বলেই চলল, "আমি এখন এমন একটি লোকের জন্য অপেক্ষা করছি যে এই সব জঘন্য খুনের নায়ক না হলেও কোন না কোন ভাবে তার সঙ্গে জড়িত। হতে পারে যে এই সব অপরাধের সব চাইতে খারাপ অংশের ব্যাপারে সে নির্দোষ। আমি আশা করছি আমার এই অনুমানটি নির্ভুল, কারণ এর উপর ভিত্তি করেই সম্পূর্ণ গোলকধাঁধাটাকে আমি দেখতে চেষ্টা করছি। এখানে—এই ঘরে যেকোন মুহূর্তে তাকে দেখতে পাব বলে আশা করছি। সে হয় তো নাও আসতে পারে; কিন্তু তার আসার সম্ভাবনাই বেশী। যদি সে এসে পড়ে তাহলে তাকে এখানে আটকে রাখাটা দরকার হবে। এই দেখ দুটো পিস্তল; প্রয়োজনের সময় কিভাবে এগুলি ব্যবহার করতে হয় তা আমরা দুজনেই জানি।"

কি করছি না বুঝেই, অথবা যা কানে এল তা বিশ্বাস করেই আমি পিস্তল দুটো তুলে নিলাম। অনেকটা স্বগতোক্তির মতই দুপঁ কথা বলতে লাগল। আগেই বলেছি, এই সব মুহূর্তে সে যেন কেমন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। আমাকে উদ্দেশ্য করেই সে কথাগুলি বলল, কিন্তু খুব উঁচু গলায় না হলেও এমনভাবে সে কথা বলতে লাগল যেন অনেক দূরের কাউকে বলছে। তার শূন্য দৃষ্টি দেওয়ালের দিকে নিবদ্ধ।

সে বলতে লাগল, "সিঁড়ির উপর থেকেই আগন্তুক দলটি বাদানুবাদে রত যে সব গলা শুনতে পেয়েছিল তা যে মহিলা দুটির নয় সে কথা গৃহীত সাক্ষ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। বৃদ্ধ মহিলাটি আগে মেয়েকে মেরে ফেলে পরে আত্মহত্যা করেছে কিনা এ সন্দেহ যদি কারও মনে এসেও

www.BanglaBook.org

থাকে তো এ থেকেই সেটার নিরসন হয়ে যাবে। তদন্ত-পদ্ধতির খাতিরেই আমি এ কথাটার উল্লেখ করছি; কারণ মেয়ের মৃতদেহটা যে অবস্থায় চিমনির ভিতর পাওয়া গিয়েছিল সেভাবে ওটাকে ঠেলে দেবার মত যথেষ্ট শক্তি মাদাম ল' এস্পানায়ের থাকার কথা নয়; আবার তার নিজের দেহে যে ধরনের সব ক্ষতচিহ্ন দেখা গেছে তাতেও আত্মহত্যার ধারণাটা সম্পূর্ণ বাতিল হয়েই যায়। তাহলে খুনটা হয়েছে কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা; আর এই তৃতীয় পক্ষের নানা জনের কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল বাদানুবাদের সময়ে। এবার আমি ফিরে যাব—এইসব কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গে সাক্ষীদের কাছ থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে সেদিকে নয়—কিন্তু তার ভিতরকার কোন বিশেষ কিছুর দিকে। এ ব্যাপারে কোন বিশেষ কিছু কি তুমি লক্ষ্য করেছ?"

আমি বললাম,"কর্কশ গলাটি একজন ফরাসীর এ বিষয়ে সব সাক্ষী একমত হলেও তীক্ষ্ণ গলাটির বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে।"

দুপঁ বলল, "ওটা সাক্ষ্যের কথা হল, আমি বলছি সাক্ষ্যের বিশিষ্ট কিছুর কথা। তুমি বিশেষ কিছু লক্ষ্য কর নি। অথচ লক্ষ্য করার মত কিছু ছিল। তুমিই বললে, কর্কশ গলাটি সম্পর্কে সাক্ষীরা সকলে একমত; এখানে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু তীক্ষ্ণ গলাটির ব্যাপারে একটা বিশেষত্ব হল—তারা যে এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে সেটা নয়—ইতালীয় হোক, ইংরেজ হোক, স্পেনীয় হোক, ওলন্দাজ হোক, আর ফরাসী হোক, তার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রত্যেকেই বলেছে যে সেটা একজন বিদেশীর গলা। সে কণ্ঠস্বর যে তার দেশের কোন মানুষের নয় সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। প্রত্যেকেই বলেছে সে-কণ্ঠস্বর এমন কোন ব্যক্তির নয় যার দেশের ভাষার সঙ্গে সে পরিচিত—বরং তার উল্টো। ফরাসী লোকটি মনে করে সেটা কোন স্পেনীয়র কণ্ঠ; 'স্প্যানিশ ভাষা জানা থাকলে তার কিছু কিছু কথা সে বুঝতে পারত।' ওলন্দাজটির মতে সেটা কোন ফরাসীর কণ্ঠস্বর; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সাক্ষ্যে বলা হয়েছে 'ফরাসী জানে না বলে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে একজন দো-ভাষীর মারফৎ।' ইংরেজটির ধারণা কণ্ঠস্বর একজন জার্মানের আর সে 'জার্মান ভাষা বোঝে না।' স্পেনীয় লোকটি 'নিশ্চিত যে সে একজন ইংরেজ, কিন্তু সেটা সে ধরতে পেরেছে তার বাকভঙ্গী থেকে, 'কারণ ইংরেজি ভাষা সে মোটেই জানে না।' ইতালীয়টির বিশ্বাস যে সেটা একজন রুশের কণ্ঠস্বর, কিন্তু 'সে আগে কখনও রুশ দেশের কোন লোকের সঙ্গেই কথা বলে নি।' দ্বিতীয় ফরাসীটি কিন্তু প্রথম জনের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে নিশ্চিতভাবে বলেছে যে কণ্ঠস্বরটি একজন ইতালীয়ের। তাহলে সেই কণ্ঠস্বরটি কতদূর অদ্ভুত ধরনের অসাধারণ ছিল যাতে এ ধরনের সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে!—এমনই তার বাচনভঙ্গী যে ইউরোপের পাঁচটি বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিবাসী তার মধ্যে পরিচিত কিছুই খুঁজে পেল না। তুমি বলবে যে সেটা একজন এশিয়াবাসী বা আফ্রিকাবাসীর কণ্ঠস্বর হতে পারে। এশিয়াবাসী বা আফ্রিকাবাসীরা গণ্ডায় গণ্ডায় প্যারিসে বাস করে না; কিন্তু তোমার সে অনুমানকে অস্বীকার না করেই তিনটি বিষয়ের প্রতি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। একজন সাক্ষী বলেছে, কণ্ঠস্বরটি 'যত না তীক্ষ্ণ তার চাইতে বেশী কর্কশ।'. অপর দুজন বলেছে 'সেটা দ্রুত ও অসমান।'

www.BanglaBook.org

ন কথা—অথবা কথার অনুরূপ আওয়াজকেই—কোন সাক্ষী বোধগম্য বলে উল্লেখ করে নি।"

দুপঁ বলেই চলল, "আমি জানি না এতক্ষণে তোমার বোধশক্তির উপর কতখানি প্রভাব আমি বিস্তার করতে পেরেছি; কিন্তু এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, গৃহীত সাক্ষ্যের এই অংশটুকু—কর্কশ ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বিষয়ক অংশ থেকেই যে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় সেটাই এমন সন্দেহ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট যার দ্বারা এই রহস্যের বাকি তদন্তের গতি পরিচালিত হতে পারে। 'ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্তের' কথা বললাম বটে, কিন্তু আমার বক্তব্যটা তাতে পুরোপুরি প্রকাশিত হয় নি। আমি বলতে চাই যে এটাই একমাত্র সঙ্গত সিদ্ধান্ত, আর সন্দেহটা তার থেকে অনিবার্যভাবেই উদিত হয়। অবশ্য সে সন্দেহটা যে কি তা আমি এখনই বলব না। আমি কেবল চাই যে আমার সঙ্গে তুমিও একথাটা মনে রেখো যে এই সন্দেহই ঐ ঘরে বাকি তদন্তের ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট আকার—একটা সুস্পষ্ট গতি দেবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।

"এবার চল, কল্পনায় আমরা একবার এই ঘরটাতে চলে যাই। এখানে প্রথমে কি খুঁজব? খুনীরা কোন পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? বলাই বাহুল্য যে আমরা কেউই অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করি না। মাদাম ও মাদমোয়জেল ল' এস্পানায়ে নিশ্চয় কোন প্রেতাত্মার হাতে খুন হয় নি। এ কাজ যারা করেছে তারা বাস্তব মানুষ আর বাস্তব পথেই পালিয়েছে। কিন্তু কেমন করে? সৌভাগ্যবশত এ বিষয়ে মাত্র একটি যুক্তির পথই খোলা আছে, আর সেই পথ ধরেই আমরা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারব। বাড়ি থেকে বের হবার সম্ভাবিত পথগুলি একে একে বিচার করে দেখা যাক। এটা পরিষ্কার যে বহিরাগত দলটি যখন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে তখন খুনীরা সেই ঘরেই ছিল যেখানে মাদমোয়জেল ল' এস্পানায়েকে পাওয়া যায় অথবা ছিল তার সংলগ্ন ঘরটিতে। তাহলে কেবলমাত্র এই দুটো ঘর থেকেই পালাবার পথ খুঁজে বের করতে হবে। পুলিশ মেঝে ও সিলিং খুলে ফেলেছে; সব দিককার দেওয়ালের পলস্তরা খসিয়েছে। কোন গুপ্ত পথ তাদের চোখে পড়ে নি। তবু তাদের চোখের উপর ভরসা না করে আমি নিজের চোখে সে সব পরীক্ষা করেছি। তাহলে কোন গুপ্ত পথ সেখানে নেই। ঘর থেকে বারান্দায় যাবার দুটো দরজাই ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল। এবার চিমনির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সেগুলি অগ্নিকুণ্ড থেকে আট-দশ ফুট পর্যন্ত সাধারণ ব্যাসের হলেও গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার ভিতর দিয়ে একটা বড় বিড়ালের দেহও গলে যেতে পারে না। এসব পথে তাদের বেরিয়ে যাওয়া যখন একেবারেই অসম্ভব, তখন বাকি রইল কেবল জানালা-গুলো। রাস্তার ভিড়ে চোখ এড়িয়ে সামনের দিককার জানালা দিয়ে কেউ পালিয়ে যেতে পারে না। তাহলে খুনীরা নিশ্চয় পিছনের ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখন আমরা যখন একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তখন যুক্তিবাদী হিসাবে আপাত অসম্ভবতার কারণে তাকে আমরা বাতিল করতে পারি না। তাই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এই সব আপাত 'অসম্ভবগুলি' বাস্তবে তা নয়।

"ঘরে জানালা আছে দুটো। তার একটি আসবাবপত্রে ঢাকা পড়ে নি, পুরোটাই দেখা যায়। অপরটির নীচের অংশটা খুব কাছাকাছি বসানো বড় খাটটার মাথায় ঢাকা পড়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে

www.BanglaBook.org

গেছে। প্রথম জানালাটাকে ভিতর থেকে ভালভাবে আটকানো অবস্থায়ই দেখা গেছে। অনেক জোর দিয়ে চেষ্টা করেও সেটা তোলা যায় নি। তার ফ্রেমের বাঁদিকে ভ্রমর দিয়ে একটা বড় ছিদ্র করে একটা বড় শক্ত পেরেক তার মধ্যে সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপর জানালাটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তাতেও অনুরূপভাবে একটা পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ; সেটাকে তুলবার যথেষ্ট চেষ্টা করেও কোন লাভ হয় নি। অতএব পুলিশ সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে সে পথে কেউ বেরিয়ে যায় নি। সুতরাং অপ্রয়োজন মনে করে পেরেক তুলে জানালা দুটি খুলে দেওয়া হয়েছে।

"আমার নিজের পরীক্ষাটা আর একটু বিশেষ ধরনের। তার কারণ আমি জানতাম যে এক্ষেত্রে যা কিছু আপাত অসম্ভব তাকেই বাস্তবে তা নয় বলে প্রমাণ করতে হবে।

"আমি এই ভাবেই চিন্তা শুরু করলাম—অভিজ্ঞতাভিত্তিকভাবে। খুনীরা যে কোন একটা জানালা দিয়েই পালিয়েছিল। তা হয়ে থাকলে তো তারা ভিতর থেকে পাল্লাটা আবার আটকাতে পারত না ; এ কথা ভেবেই পুলিশের তদন্ত এখানেই থেমে গেছে। অথচ সেগুলিকে আটকানো অবস্থায়ই পাওয়া গেছে। তাহলে নিশ্চয় সেগুলি নিজে থেকেই বন্ধ হবার ক্ষমতা রাখে। এ সিদ্ধান্তে না এসে কোন উপায় নেই। আ-ঢাকা জানালাটার কাছে গিয়ে একটু কষ্ট করে পেরেকটা তুলে শার্সিটা তুলতে চেষ্টা করলাম। যেমন ভেবেছিলাম আমার সব চেষ্টাই বিফল হল। আমি জানতাম একটা গুপ্ত স্প্রিং কোথাও নিশ্চয় আছে। একটু যত্ন করে খুঁজতেই গুপ্ত স্প্রিংটাকে পাওয়া গেল। সেটাতে চাপ দিতেই শার্সিটা উঠে গেল।

"তখন পেরেকটাকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলাম। একটা লোক জানালা দিয়ে বেরিয়ে আবার সেটাকে বন্ধ করে দিতে পারে ; স্প্রিংটাও ঠিকমত কাজ করবে ; কিন্তু পেরেকটাকে তো আবার জায়গামত বসাতে পারবে না। সিদ্ধান্তটা পরিষ্কার ; আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আরও সংকীর্ণ হয়ে গেল। খুনীরা নিশ্চয় অপর জানালাটা দিয়ে পালিয়েছে। তাহলে যদি ধরে নেওয়া যায় যে দুটো শার্সির স্প্রিংই এরকম, সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, তাহলে পেরেক দুটোর মধ্যে নিশ্চয় কোন পার্থক্য থাকবে ; অন্তত তাদের আটকাবার পদ্ধতিতে তো বটেই। খাটের গদির উপর উঠে দ্বিতীয় জানালাটাকে ভাল করে দেখলাম। মাথার দিককার বোর্ডের পিছনে মাথা ঢোকাতেই স্প্রিংটা দেখতে পেয়ে চাপ দিলাম ; যেমন ভেবেছিলাম এ স্প্রিংটাও পাশেরটারই অনুরূপ। এবার পেরেকটার দিকে তাকালাম। অপরটার মতই মোটা এবং আপাতদৃষ্টিতে একইভাবে বসানো—প্রায় মাথা পর্যন্ত ঢোকানো।

"তুমি বলবে, আমি হতভম্ব হয়েছিলাম ; কিন্তু তা মনে করে থাকলে তুমি আমার অনুমানের স্বরূপটাকেই ভুল বুঝেছ। আমি কোনরকম ভুল করি নি। মুহূর্তের জন্যও ঘ্রাণটাকে হারিয়ে ফেলি নি। শৃংখলের কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। গোপন কথাটাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করেছি,—আর তারই ফলশ্রুতি হল পেরেকটা। আমি বলছি, সেটা দেখতে সব দিক থেকেই অপর জানালার পেরেকটির মত ; কিন্তু এখানে এসেই সূত্রটা শেষ হয়েছে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই মিলটাই

www.BanglaBook.org

সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমি বললাম, 'পেরেকটার ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে'; পেরেকটার উপর হাত রাখলাম; আর পেরেকটার পৌনে এক ইঞ্চিসহ মাথাটা আমার আঙুলের সঙ্গে উঠে এল। পেরেকের বাকি অংশটা ভেঙে গিয়ে ভ্রমরের ছিদ্রটার মধ্যেই থেকে গেল। ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরনো (কারণ ভাঙা জায়গাতে মরচে ধরে গিয়েছিল), আর সেটা ঘটানো হয়েছিল একটা হাতুড়ির আঘাতে; সেই আঘাতের ফলেই পেরেকের মাথাটা শার্সির নীচের দিকে বসে গিয়েছিল। এবার আমি পেরেকের মাথাটাকে আবার ভাঙা জায়গাটার উপর বসিয়ে দিলাম; সেটা দেখতে হল একটা আস্ত পেরেকের মত—ভাঙার দাগটা দেখাই গেল না। স্প্রিংটাতে চাপ দিয়ে শার্সিটাকে কয়েক ইঞ্চি তুলে ধরলাম; পেরেকের মাথাটাও ঠিক মত বসে থেকে শার্সিটার সঙ্গেই উঠে গেল। জানালাটা বন্ধ করে দিলাম; পুরো পেরেকের চেহারার সঙ্গে মিলটা আবার সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল।

"এ পর্যন্ত গোলকধাঁধার সমাধান হয়ে গেল। বিছানার উপরকার জানালা দিয়েই খুনী পালিয়েছিল। সে চলে যাওয়া মাত্রই নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে যাক অথবা কেউ ইচ্ছা করেই বন্ধ করে দিক, জানালাটা স্প্রিংয়ের চাপে আটকে যায়। পুলিশ এই স্প্রিংটাকেই পেরেক বলে ভুল করে, আর তাই তদন্ত কার্যটা আর বেশীদূর চালানোটাকেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

"এবার ঘরের ভিতরে যাওয়া যাক। সেখানকার অবস্থাটা ভাল করে দেখা যাক। বলা হয়েছে যে বুরোর টানাগুলো লুঠ করা হয়েছিল, যদিও তার ভিতরে তখনও অনেক গয়নাগাটি পড়ে ছিল। এই অনুমানটিই অবাস্তব। এটা নেহাৎই অনুমান—খুব বাজে অনুমান—তার বেশী কিছু নয়। টানার ভিতরে যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে কেবলমাত্র সেইগুলিই যে গোড়া থেকেই সেখানে ছিল না সেটা আমরা জানব কেমন করে? মাদাম ল' এস্পানায়ে ও তার মেয়ে সম্পূর্ণ নির্জন জীবন যাপন করত—কারও সঙ্গে দেখা করত না—কদাচিৎ বাইরে বের হত—বারে বারে পোশাক-পরিচ্ছদ বদলাবার কোন প্রয়োজনই হত না। যে সব জিনিস পাওয়া গেছে সেগুলি বেশ উঁচু দরের এবং এই মহিলাদের উপযোগীও বটে। কোন চোর যদি কিছু চুরিই করবে তাহলে সব চাইতে সেরা জিনিস চুরি করল না কেন—সব কিছুই নিয়ে গেল না কেন? এককথায়, চার হাজার ফ্রাঁ পরিমাণ সোনা ফেলে রেখে চোর কেবল এক বাণ্ডিল পোশাক চুরি করে নিজেকে বিপন্ন করল কেন? সোনাটা পরিত্যক্ত হয়েছিল। ব্যাংকার মঁসিয় মিগনো যে পরিমাণ সোনার কথা উল্লেখ করেছে তার সবটাই থলেভর্তি অবস্থায় মেঝের উপর পাওয়া গেছে। অতএব সাক্ষ্যের যে অংশ বাড়ির দরজায় এসে টাকা দিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে তার থেকে পুলিশের মস্তিষ্কে খুনের উদ্দেশ্যের যে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে—আমার ইচ্ছা সেটাকে তুমি চিন্তা থেকে বাতিল করে দাও। টাকাটা দিয়ে যাবার তিন দিনের মধ্যে খুন হয়ে যাওয়ার চাইতে দশগুণ বেশী উল্লেখযোগ্য ঘটনার যোগাযোগ আমাদের জীবনে অহরহ ঘটে থাকে, কিন্তু সেদিকে আমরা তিলমাত্র মনোযোগ ফিরাই না। বর্তমান ক্ষেত্রে যদি সোনাটা লুট হয়ে যেত তাহলে তিন দিন আগে সেটা আদায় দেওয়ার ব্যাপারটাকে নেহাৎই যোগাযোগের বেশী কিছু বলেই ধরে নেওয়া যেত। সেটা খুনের উদ্দেশ্যের পরিপূরক বলেই বিবেচিত হত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা যা দেখা

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে তাতে যদি সোনাটাকেই অপরাধের উদ্দেশ্য বলে ধরা হয় তাহলে তো আমাদের এটাও কল্পনা করতে হয় যে খুনী এমনি একটি অস্থিরমতি নির্বোধ যে সে একই সংগে সোনা ও উদ্দেশ্যকে পরিত্যাগ করেছে।

সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর, কর্মসমাধানের অসাধারণ ক্ষিপ্রতা, এবং এ ধরনের একটা নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের পিছনে কোনরকম উদ্দেশ্যের অভাব—এই সব বিষয়গুলি স্থিরচিত্তে মনে রেখে এবার এই হত্যা-কাণ্ডের দিকেই মনোযোগ ফেরানো যাক। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি নারীকে গলা টিপে হত্যা করে মাথাটা নীচের দিকে রেখে তাকে চিমনি দিয়ে উপরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ খুনীরা এই পদ্ধতিতে খুন করে না। এভাবে মৃতদেহ পাচার করার কথাতো তাদের ক্ষেত্রে ওঠেই না। তুমিও স্বীকার করবে মৃতদেহটাকে যে ভাবে চিমনির ভিতর দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা অতিমাত্রায় কষ্টকল্পিত—যাকে মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মের সংগে কিছুতেই মেলানো যায় না তা সে মানুষ যতই নীচ প্রবৃত্তির হোক না কেন। আরও ভেবে দেখ, যে সব চিমনির ভিতর থেকে মৃতদেহটাকে টেনে নামাতে কয়েকটি মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের দরকার হয়েছে সেটাকে ওখানে ঢুকিয়ে দিতে কতখানি দৈহিক শক্তির দরকার হয়েছিল।

"এবার বিস্ময়কর শক্তি প্রয়োগের অপর নির্দেশকগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরাও। অগ্নিকাণ্ডের উপর পাওয়া গেছে মানুষের পাকা চুলের মোটা—খুবই মোটা কয়েকটা বিনুনি। সেগুলোকে মূলশুদ্ধু উপড়ে আনা হয়েছিল। এভাবে কারও মাথা থেকে বিশ বা ত্রিশটা চুল একসংগে ছিঁড়ে নিতে যে কত বেশী শক্তির দরকার হয় সেটা তুমি বোঝ। সে সব বেণী তুমিও দেখেছ, আমিও দেখেছি। তাদের গোড়াগুলিতে (সে দৃশ্য বীভৎস!) টুকরো টুকরো মাংস লেগেছিল—একসংগে প্রায় পাঁচ লক্ষ চুল উপড়ে ফেলতে কী যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয় সেটা তো তারই এক নিশ্চিত নিদর্শক। বৃদ্ধ মহিলার শুধু যে গলাটি কাটা হয়েছে তাই নয়, তার মাথাটাকে দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে: সেজন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র একখানি ক্ষুর। এই সব কাজের পাশবিক হিংস্রতাকে একটু লক্ষ্য কর। মাদাম ল' এস্পানায়ের দেহে যে সব ছড়ে যাওয়ার দাগ ছিল সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। মঁসিয় দুমা ও তার যোগ্য সহকর্মী মঁসিয় ইতিয়েন বলেছে যে সেগুলি করা হয়েছে কোন ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে; এ পর্যন্ত তারা ঠিকই বলেছে। সেই ভোঁতা অস্ত্রটা স্পষ্টতই নীচের পাথরে-বাঁধানো উঠোন; বিছানার উপরকার জানালা দিয়ে মহিলাটি তো তার উপরেই পড়েছিল। এ-কথাটা এখন খুব সরল মনে হলেও পুলিশের দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেছে।

"এবার এই সব কিছু ছাড়াও ঘরের একান্ত বিশৃংখল অবস্থার কথা তুমি ভালভাবেই চিন্তা করেছ, আর আমরা তার সংগে যোগ করেছি বিস্ময়কর কর্মক্ষমতা, অতিমানবিক দৈহিকশক্তি, পাশবিক হিংস্রতা, উদ্দেশ্যবিহীন খুন সম্পূর্ণ অমানবিক, এবং এমন একটি কণ্ঠস্বর যা বহুজাতির মানুষের কানেই বিদেশী শুনিয়েছে, যার মধ্যে কোনরকম স্পষ্ট বা অর্থবহ শব্দই ছিল না। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে? তোমার কল্পনার উপর আমি কি ছবি আঁকতে পেরেছি?"

www.BanglaBook.org

দ্যুপঁ যখন এই প্রশ্ন আমাকে করল তখন আমার শরীরের মাংস যেন শিউরে উঠল। বলে উঠলাম, "এ কাজ করেছে কোন: পাগল –নিকটবর্তী Maison de Sante থেকে পালিয়ে-আসা কোন বদ্ধ পাগল।"

সে জবাবে বলল, "তোমার ধারণা একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু সিঁড়ি থেকে যে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল তীব্রতম আক্ষেপের সময়ও কোন পাগলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তা মেলে না। পাগলও তো কোন না কোন জাতির মানুষ; তার ভাষা যত অসংলগ্নই হোক তার মধ্যে প্রচলিত শব্দগুলি তো থাকবেই। তাছাড়া, কোন পাগলের চুলই আমার হাতের এই চুলের মত হয় না। এই ছোট চুলের গুচ্ছটি আমি ছাড়িয়ে এনেছি মাদাম ল' এস্পানায়ের অত্যন্ত শক্ত মুষ্ঠিবদ্ধ আঙুলের ভিতর থেকে। এগুলি সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য বল।"

একান্ত বিহ্বলভাবে বললাম, "দ্যুপঁ! এ চুল তো সাধারণ চুল নয়—মানুষের চুলই নয়।"

সে বলল, "আমি তো বলি নি যে এটা মানুষের, চুল; কিন্তু এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে আমার ইচ্ছা আমার নিজের হাতে আঁকা এই রেখাচিত্রটির উপর তুমি একবার চোখ বুলিয়ে নাও। গৃহীত সাক্ষ্যের এক জায়গায় যাকে একবার বর্ণনা করা হয়েছে মাদ্‌ময়জেল ল' এস্পানায়ের গলার উপরকার থেঁতলে যাওয়ার দরুণ কালো দাগ এবং নখের গভীর আঁচড় বলে, আবার বলা হয়েছে স্পষ্টতই আঙুলের চাপের দরুন অনেকগুলি কালসিটে দাগ, এটা তারই অবিকল নকসামাত্র।"

সামনের টেবিলের উপর কাগজখানাকে মেলে ধরে বন্ধুটি বলতে লাগল, "দেখলেই বুঝতে পারবে যে এই ছবি থেকে একটা দৃঢ় ও অনড় মুঠির ধারণা ফুটে বেরিয়েছে। পিছলে যাবার কোন লক্ষণই নেই। প্রতিটি আঙুল গোড়াতেই যে ভাবে চেপে বসেছিল একেবারে শেষ পর্যন্ত—সম্ভবত আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত—সেই ভয়ংকর মুষ্টিকে সে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। এবার প্রতিটি ছাপের উপর তোমার সবগুলি আঙুলকে একসঙ্গে রাখার একটা চেষ্টা করে দেখ।"

চেষ্টাটা করলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

সে আবার বলল, "আমরা হয় তো সঠিকভাবে কাজটা করছি না। এখানে কাজটা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে একটা সমতল ভূমির উপরে; কিন্তু মানুষের গলা তো গোলাকৃতি। এই দেখ একখণ্ড কাঠ যার বেড়টা মানুষের গলার মতই। রেখাচিত্রটাকে এবার গায়ে জড়িয়ে আবার চেষ্টা করে দেখ।"

তাই করলাম; কিন্তু আগের থেকেও ব্যাপারটা আরও শক্ত। বললাম, "এটা কোন মানুষের হাতের ছাপই নয়।"

দ্যুপঁ বলল, "কুভিয়ের-এর লেখা এই অংশটা এবার পড়।"

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃহদাকার কটা রংয়ের ওরাং-ওটাং-এর শারীর-সংস্থানসহ একটা সাধারণ বিবরণ সেটা। এই সব স্তন্যপায়ী জীবের প্রকাণ্ড শরীর, অসাধারণ শক্তি ও কর্মক্ষমতা, বন্য হিংস্রতা ও অনুকরণ-প্রিয়তার কথা সর্বজনবিদিত। সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের ভয়ংকরতাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

পড়া শেষ করে বললাম, "আঙুলের বিবরণ তো হুবহু এই নকসারই অনুরূপ। আমিতো দেখতেই পাচ্ছি, আঁচড়ের যে সব ছাপ তুমি এঁকেছ সেগুলি ওরাং-ওটাং ছাড়া অপর কোন প্রাণীর দ্বারা সম্ভব হত না। কটা রংয়ের চুলের গুচ্ছও কুভিয়ের বর্ণিত প্রাণীরই অনুরূপ। কিন্তু এই ভয়াবহ হত্যা-রহস্যের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সঠিক বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, বিতর্করত দুটি কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, আর তার একটি যে জনৈক ফরাসীর গলার স্বর সেটাও তো সন্দেহাতীত।"

"ঠিক কথা ; এই কণ্ঠস্বরের যে বিবরণ সাক্ষীরা দিয়েছে তার মধ্যে একটি কথা তো সকলেই উল্লেখ করেছে—কথাটা হচ্ছে 'mon Dieu'! একজন সাক্ষী আবার শব্দ দুটিকে অনুযোগ বা আপত্তি প্রকাশের ভাষা বলে উল্লেখ করেছে। সুতরাং এই রহস্যের পূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে আমার সব আশাকে এই দুটি শব্দের উপরেই গড়ে তুলেছি। একজন ফরাসী খুনের কথাটা জেনেছিল। সম্ভবত এই রক্তাক্ত ব্যাপারটার সঙ্গে সে মোটেই জড়িত ছিল না। এমনও হতে পারে যে ওরাং-ওটাংটা তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল। হয়তো সেটাকে অনুসরণ করেই সে ঘরটাতে ঢুকেছিল। কিন্তু তারপর যে হুলুস্থুলু কাণ্ড ঘটে গেল তখন আর জন্তুটাকে গ্রেপ্তার করা তার পক্ষে সম্ভবই হয় নি। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশী কথা আমি বলব না—বলার অধিকারও আমার নেই—কারণ যুক্তিটা আমার কাছেই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। এটাকে বড়জোর একটা নিছক অনুমান বলা যেতে পারে। আলোচ্য ফরাসী লোকটি যদি আমার অনুমানমত সত্যি এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নির্দোষ হয়ে থাকে, তাহলে তো কাল রাতে বাড়ি ফেরার পথে যে বিজ্ঞাপনটি আমি জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত সংবাদপত্র 'লে মোঁদে'-তে প্রকাশের জন্য তার কার্যালয়ে দিয়ে এসেছি সেটা দেখেই সে আমাদের বাসায় এসে হাজির হবে।

সে একটুকরো কাগজ আমার হাতে দিল ; আমিও সেটা পড়লাম :

ধরা পড়েছে—বয় দ্য বুলোন-এ এ মাসের—তারিখে খুব সকালে বোর্ণিও শ্রেণীর একটি খুব বড় কটা রংয়ের ওরাং-ওটাং। উপযুক্ত প্রমাণ দেখিয়ে এবং সেটার গ্রেপ্তার ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাবদ যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করে মালিক (মাল্টাগামী জাহাজের নাবিক বলে জানা গেছে) সেটাকে নিয়ে যেতে পারে। তাকে নং—, রু—, ফবুর্গ স্যাঁ জার্মেন এই ঠিকানায় দেখা করতে বলা হচ্ছে।

আমি শুধালাম, "সে লোকটি যে একজন নাবিক এবং মাল্টাগামী জাহাজের যাত্রী সেটা তুমি জানলে কেমন করে?"

দুপঁ বলল, "মোটেই জানি না। নিশ্চিতও নই। অবশ্য এই যে একটুকরো ফিতে দেখছ এর আকার ও তেলচিটে অবস্থা দেখেই বোঝা যায় যে এটা নির্ঘাৎ ব্যবহৃত হয়েছে কোন নাবিকের লম্বা পরচুলা বাঁধার কাজে। তার উপর এতে যে গিঁটটা রয়েছে সেরকম গিঁট নাবিকরা ছাড়া অন্য কেউ বড় একটা বাঁধতে পারে না ; আর মাল্টাবাসীদেরই এরা খুব প্রিয়। তদন্ত চালাবার সময় বাড়ি সংলগ্ন একটা বজ্র-বারণ দণ্ডের নীচে এটা কুড়িয়ে পেয়েছি। এটা নিশ্চয়ই মৃত দুজনের কারও নয়। এখন আমার এই অনুমান যদি ভুল হয়েই থাকে তাহলে তো কারও কিছু যায় আসে না। বড় জোর আমার এই ভুল ধরতে পেরে সে লোকটি হয় তো খোঁজ করতে আসবেই না। কিন্তু আমার অনুমান

www.BanglaBook.org

যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো মস্ত লাভ হবে। নির্দোষ হলেও খুনের ব্যাপারটা জানে বলে ফরাসীটি বিজ্ঞাপনের ডাকে সাড়া দিতে—ওরাং-ওটাংটিকে দাবী করতে ইতস্তত করবে। তবু সে নিজেকে বোঝাবে; "আমি নির্দোষ; আমি গরিব; আমার ওরাং-ওটাংয়ের অনেক দাম—আমার মত লোকের পক্ষে তো একটা সম্পত্তি বিশেষ—অকারণ বিপদের আশংকায় কেন আমি তাকে হারাব? সেটা তো আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। তাকে পাওয়া গেছে বয় দ্য বুলোনে—খুনের জায়গা থেকে বহু দূরে। একটা পশু এ কাজটা করেছে এমন সন্দেহ কারও মনে জাগবেই বা কেন? ত্রুটি তো পুলিশের—ক্ষীণতম সূত্র খুঁজে পেতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। যদিও বা তারা জন্তুটার খোঁজ পায়, সেক্ষেত্রেও আমি যে খুনের কথা জানতাম সে কথা প্রমাণ করা অসম্ভব, বা আমি জানতাম বলেই আমাকে সে অপরাধে জড়িয়ে ফেলতেও পারবে না। তাছাড়া আমি তো চেনা লোক। বিজ্ঞাপনদাতা আমাকেই জন্তুটার মালিক বলে উল্লেখ করেছে। এ বিষয়ে তার জ্ঞানের সীমা কতটা তা আমি সঠিক জানি না। এরকম একটা দামী সম্পত্তি দাবী করা থেকে যদি আমি বিরত থাকি তাহলে আমার দোষে জন্তুটাই সন্দেহভাজন হয়ে পড়বে। আমার প্রতি অথবা জন্তুটার প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক সেটা আমার নীতি হতে পারে না। আমি বিজ্ঞাপনে সাড়া দেব, ওরাং-ওটাংকে পেয়ে যাব, এবং যতদিন গোলমালটা মিটে না যায় ততদিন সব কথা গোপন রাখব।"

ঠিক এই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলাম।

দুপঁ বলল, "পিস্তল নিয়ে তৈরী হও, কিন্তু আমার সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত সেটা ব্যবহার করো না, বা দেখিও না।"

বাড়ির সামনের দরজাটা খোলাই ছিল; আগন্তুক ঘণ্টা না বাজিয়েই ঢুকে পড়েছে এবং সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে এসেছে। অবশ্য মনে হল এবার সে ইতস্তত করছে। তার নেমে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। দুপঁ দ্রুত সিঁড়ির দিকে ছুটে যেতেই আবার তার উঠে আসার শব্দ শুনলাম। দ্বিতীয়বার সে ফিরে গেল না; দৃঢ় সংকল্পে উঠে এসে আমাদের দরজায় ধাক্কা দিল।

"ভিতরে এস", খুশির সুরে দুপঁ বলল।

একটি লোক ঢুকল। বোঝা গেল সে একজন নাবিক—দীর্ঘকায়, সুগঠিত, পেশীবহুল চেহারা। দেখতেও খুব খারাপ নয়; যদিও মুখে একটা বেপরোয়া ভাব আছে। মুখটা বড় বেশী রোদে পোড়া; তারও অর্ধেকের বেশী জুলফি ও গোঁফে ঢাকা পড়েছে। হাতে একটা ওক কাঠের বড় লাঠি; তাছাড়া নিরস্ত্র বলেই মনে হল। অদ্ভুত ভঙ্গীতে অভিবাদন করে ফরাসী উচ্চারণে সে আমাদের 'শুভ সন্ধ্যা' জানাল; তাতেই বোঝা গেল সে প্যারিসের মানুষ।

দুপঁ বলল, "বসো হে বন্ধু। মনে হচ্ছে ওরাং-ওটাংয়ের ব্যাপারেই তুমি এসেছ। বিশ্বাস কর, এমন একটা বস্তুর মালিক হিসাবে আমি তোমাকে ঈর্ষাই করি; জন্তুটা যেমন চমৎকার তেমনই বড়ই মূল্যবান। সেটার বয়স কত হবে বলে তোমার ধারণা?"

অসহ্য বোঝার ভার থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের মত একটা শ্বাস টেনে নাবিক বলল, "সঠিক

www.BanglaBook.org

তো বলতে পারব না, চার-পাঁচ বছরের বেশী হবে না। সে কি এখানেই আছে ?"

"আরে না, না ; তাকে এখানে রাখার মত অবস্থা আমাদের নেই ; সে আছে কাছেই রু দ্বুর্গের একটা আস্তাবলে। কাল সকালে পেতে পার। অবশ্য তোমার জিনিস সনাক্ত করতে তুমি তৈরী আছ ?"

"নিশ্চয় আছি স্যার।"

"তাকে ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে", দুপঁ বলল।

লোকটি বলল, "আমি বলছি না যে এত সব ঝামেলা আপনাদের মুফতে পোয়াতে হবে। অতটা আমি আশা করতে পারি না। জন্তুটাকে ফিরে পাবার জন্য একটা পুরস্কার আমি দিতে চাই—মানে ন্যায্য কিছু।"

বন্ধুটি বলল, "ভাল কথা ; নিশ্চয় খুব সঙ্গত কথা। একটু ভেবে দেখছি—কি পাওয়া উচিত ? আচ্ছা, বলছি। আমার পুরস্কার হবে এই রকম। রু মর্গের হত্যাকাণ্ডের সব খবর তুমি সাধ্যমত আমাকে জানাবে।"

শেষের কথাগুলি দুপঁ বলল বেশ নীচু গলায় শান্ত ভাবে। ঠিক ততটা শান্তভাবেই সে উঠে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে পুরল। তারপর বুকের ভিতর থেকে একটা পিস্তল বের করে শান্তভাবে সেটাকে টেবিলের উপর রেখে দিল।

নাবিকটির মুখ এমনভাবে লাল হয়ে উঠল যেন এখনই তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। উঠে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা চেপে ধরল, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে মরার মত মুখ করে আবার আসনে বসে পড়ল। একটা কথাও বলল না। তার প্রতি করুণায় আমার বুকটা ভরে উঠল।

দুপঁ সদয় গলায় বলল, "দেখ বন্ধু, অকারণেই তুমি ভয় পাচ্ছ—সত্যি বলছি, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করব না। একজন ভদ্রলোক হিসাবে, একজন ফরাসী হিসাবে তোমার প্রাপ্য সম্মানের নামে বলছি, তোমাকে আঘাত করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আমি ভালভাবেই জানি, রু মর্গের কাণ্ড-কারখানার ব্যাপারে তুমি নির্দোষ। অবশ্য তুমি যে তার সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছ সে কথা অস্বীকার করে তো লাভ নেই। এতক্ষণ যে সব কথা বললাম তা থেকেই তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে এ ব্যাপারে সব কথা জানার এমন সব পথ আমার আছে যা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পার না। অবস্থাটা এই রকম দাঁড়িয়েছে। না করে পারতে এমন এমন কোন কাজ তুমি কর নি—এমন কিছু কর নি যাতে তোমাকে দোষী করা যেতে পারে। এমন কি ডাকাতির অপরাধেও তুমি অপরাধী নও, যদিও নির্বিবাদে তুমি সে কাজটা করতে পারতে। লুকোবার মত কিছুই তোমার নেই। কোন কারণও নেই। অপর পক্ষে, নিজের মর্যাদার খাতিরেই যা কিছু জান সব বলতে তুমি বাধ্য। যে অপরাধীকে তুমি ধরিয়ে দিতে পার তার অপরাধের দায়ে একটি নির্দোষ মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে।"

www.BanglaBook.org

দুপঁর কথাগুলি শুনে নাবিকের মনের বল অনেকাংশে ফিরে এলেও তার গোড়াকার সাহসিকতা মোটেই ফিরে এল না।

একটু থেমে সে বলল, "ঈশ্বর আমার সহায় হোন। এ ব্যাপারে যা কিছু জানি সব বলছি ;— কিন্তু আমার কথার অর্ধেকটাও তুমি বিশ্বাস করবে এমন আশা আমি করি না—আমি নিজেই একটা নিরেট বোকা না হলে বিশ্বাস করতাম না। তথাপি আমি নির্দোশ বলেই সব কথা খোলাখুলিই বলব, তাতে যদি আমার মরণ ঘটে তো ঘটুক।"

যা সে বলল সেটা মোটামুটি এই। সম্প্রতি সে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সফর করতে বেরিয়েছিল। তাদের দলটা বোর্নিওতে নেমে একেবারে ভিতরে চলে যায় প্রমোদ ভ্রমণে। একজন সঙ্গীর সহায়তায় সে ওরাং-ওটাংটিকে ধরে। সঙ্গীটি মারা যাওয়ায় জন্তুটি সম্পূর্ণ তার একার দখলে চলে আসে। স্বদেশে ফিরবার পথে বন্দী জন্তুটির একগুঁয়ে হিংস্রতার ফলে অনেক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা পার হয়ে শেষ পর্যন্ত সেটাকে নিয়ে নিরাপদে প্যারিসের বাড়িতে ফিরে আসে। প্রতিবেশীদের অযথা কৌতূহল এড়াবার জন্য খুব সাবধানে সে তাকে আলাদা করে লুকিয়ে রাখে। জাহাজে থাকাকালে একটা কাঠের টুকরোয় কেটে গিয়ে জন্তুটার পায়ে যে ঘা হয়েছিল সেটা না সারা পর্যন্ত তাকে লুকিয়েই রাখে। ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত সেটাকে বেচে দেবে।

কয়েকজন নাবিকের ফূর্তির আড্ডায় যোগ দিয়ে খুনের দিন রাতে, বরং বলা যায় ভোরে— বাড়িতে ফিরে সে দেখে জন্তুটা তার শোবার ঘরে বসে আছে। পাশের যে ছোট কুঠুরিটায় সেটাকে ভালভাবেই আটকে রাখা হয়েছিল তার দরজা ভেঙেই সে এ ঘরে ঢুকেছিল। আয়নার সামনে বসে হাতে ক্ষুর নিয়ে সে দাড়ি কামাবার চেষ্টা করছিল ; নিশ্চয় কুঠুরির দরজার চাবির ছিদ্র দিয়ে মালিককে ও কাজটা করতে সে কখনও আগে দেখেছে। একটা হিংস্র জানোয়ারের হাতে এ রকম একটা সাংঘাতিক অস্ত্র দেখে নাবিকটি কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। অবশ্য জন্তুটা যখনই অত্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠে তখনই একটা চাবুকের সাহায্যে তাকে ঠাণ্ডা করার কাজে নাবিকটি ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এবারও সেই পন্থার আশ্রয়ই সে নিল। তা দেখতে পেরে ওরাং-ওটাংটা সঙ্গে সঙ্গে একলাফে দরজা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা খোলা জানালার ভিতর দিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ে।

ফরাসী লোকটি হতাশ হয়ে তার পিছু নেয় ; জন্তুটি তখনও ক্ষুর হাতে নিয়েই মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে পশ্চাদ্ধাবনকারীর দিকে তাকিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে ; এই ভাবে একবার লোকটি ওরাং-ওটাংটার খুব কাছাকাছিও পেঁছে যায়। কিন্তু সেটা আবার ছুটতে শুরু করে। এই রকম তাড়া করাটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। তখন সকাল প্রায় তিনটে, পথ-ঘাট খুবই নির্জন ও শান্ত। রু মর্গের পিছন দিককার একটা গলি দিয়ে চলার সময় নিজের বাড়ির চারতলায় মাদাম ল' এস্পানায়ের ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ঠিকরে বের হওয়া আলোর রেখার দিকে পলাতকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ওরাং-ওটাংটা একছুটে বাড়িটার কাছে গিয়ে বজ্র-বারণ লৌহদণ্ডটাকে দেখতে পেয়ে

www.BanglaBook.org

আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সেটা বেয়ে উপরে উঠে যায় এবং জানালার খোলা শার্সিটাকে ধরে একলাফে সোজা পেঁছে যায় খাটের মাথায়। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে এক মিনিটও লাগে না। ঘরের ভিতরে ঢুকবার সময়ই সে লাথি মেরে শার্সিটাকে আবার খুলে দেয়।

তখন নাবিকের অবস্থা যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে ভরা। তার মনে খুবই আশা যে এবার সেটাকে ধরতে পারবে। কারণ যে ফাঁদে সে ঢুকে পড়েছে সেখান থেকে আবার পালিয়ে যেতে পারবে না। যদি বজ্রবারণ দণ্ডটা বেয়ে নেমে আসার চেষ্টা করে তাহলেও সেখানেই তাকে ধরতে পারবে। অপর-দিকে, বাড়ির ভিতর ঢুকে সে কি না করে বসে তা নিয়েও উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। সে কথা মনে হতেই লোকটি স্থির করল যে ভাবেই হোক ওটার পিছু নিতে হবে। একটা বজ্র-বারণ দণ্ড বেয়ে ওঠাটা একজন নাবিকের পক্ষে কোন শক্ত কাজ নয়; কিন্তু জানালা পর্যন্ত উঠে সে বুঝতে পারল যে জানালাটা অনেক দূরে অবস্থিত; অতএব সেখানেই সে থেমে গেল। অনেক চেষ্টা করে ঘরের ভিতরে দৃষ্টিটাকে ফেলল। কিন্তু সেদিকে তাকানো মাত্রই তীব্র আতংকে হাত ফসকে সে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। আর তখনই রাতের বুক চিরে উঠল সেই বীভৎস আর্তনাদ যা শুনে রু মর্গের অধিবাসীদের ঘুম ভেঙে গেল। মাদাম ল' এস্পানায়ে ও তার মেয়ে নৈশবাস পরা অবস্থাতেই কিছু কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য লোহার সিন্দুকটাকে টেনে নিয়ে এসেছিল ঘরের মাঝখানে। সিন্দুকটা তখন খোলাই ছিল; ভিতরের জিনিসপত্র সব পাশেই মেঝের উপর রাখা ছিল। দুজনেই বসে ছিল জানালার দিকে পিছন ফিরে। কাজেই জন্তুটার ভিতরে প্রবেশ ও আর্তনাদের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে তারা কেউ কিছু বুঝতেই পারে নি। শার্সির শব্দটাকে তারা বাতাসের ফল বলেই মনে করেছিল।

ভিতরে চোখ পড়তেই নাবিক দেখতে পেল, বিরাট জন্তুটা মাদাম ল' এস্পানায়ের চুলের মুঠি ধরে (সে তখন চুল আঁচড়াচ্ছিল বলে চুলটা খোলাই ছিল) নাপিতের মত ক্ষুরটাকে তার মুখময় চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি নিথর হয়ে সটান পড়ে আছে; সে মূর্ছা গেছে। বৃদ্ধ মহিলাটির চীৎকার ও বাধা দানের ফলে (ইতিমধ্যে তার মাথা থেকে চুল পর্যন্ত ছেঁড়া হয়ে গেছে) ওরাং-ওটাং-য়ের শান্ত মনোভাবটা তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়েছে। পেশীবহুল হাতের এক পোঁচে মহিলার ধড় থেকে মাথাটাকে দুভাগ করে ফেলেছে। সে রক্ত দেখে তার ক্রোধ পরিণত হল উন্মত্ততায়। দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে দুই চোখে আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপরে, ভয়ংকর নখগুলোকে বসিয়ে দিল তার গলায়, মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত সে মুঠি আলগা করল না। উদ্ভ্রান্তের মত তাকাতে তাকাতে এবার তার চোখ পড়ল বিছানার মাথার উপরের দিকে, আর তার ভিতর দিয়েই দেখতে পেল আতংকে কাঠ হয়ে যাওয়া মালিকের মুখটা; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার ভয়ংকর চাবুকটার কথা। অমনি মুহূর্তের মধ্যে তার সব উচ্ছৃংখল ক্রোধ গলে জল হয়ে পরিণত হল ভয়ে। অবধারিত শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে সে চাইল তার রক্তাক্ত কাণ্ডকে লুকিয়ে ফেলতে, আর তার ফলে অস্থির যন্ত্রণায় ঘরময় দাপাদাপি শুরু করল, আসবাবপত্র ভাঙচুর করল, বিছানা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল খাট থেকে। শেষ পর্যন্ত মেয়ের শবদেহটাকে ধরে চিমনির ভিতর ঢুকিয়ে দিল; তারপর বৃদ্ধ মহিলার দেহটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

www.BanglaBook.org

বিকৃত দেহটাকে নিয়ে জন্তুটা যখন জানালার দিকে এগিয়ে যায় তখন লোহার ডাণ্ডা ধরে ঝুলে থাকা নাবিকটি ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে সেটা ধরে হড়্ হড়্ করে নীচে নেমে ছুট দিল বাড়ির পথে—এই হত্যাকাণ্ডের পরিণতির কথা তখন তার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে; কাজেই ওরাংওটাংটার কি হবে তা নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আগন্তুকরা যে সব কথাবার্তা শুনেছিল সেটা ফরাসী লোকটার আতংকিত চীৎকার জন্তুটার আবোল-তাবোল বকুনির একটা জগাখিচুরি মাত্র।

এরপরে আর নতুন কিছু বলার নেই। ওরাং-ওটাংটা হয়তো দরজা ভেঙে ফেলার আগেই বজ্র-বারণ দণ্ড বেয়ে ঘর থেকে পালিয়েছিল। জানালার ভিতর দিয়ে বের হবার পরে সে হয় তো জানালাটাকে আবার বন্ধ করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে মালিক নিজেই জন্তুটাকে পাকড়াও করে এবং অনেক দামে "জার্দ দ্য প্লাতেঁস-"এ বিক্রি করে দেয়। পুলিশের বড় কর্তার দপ্তরে গিয়ে আমরা সব ঘটনা খুলে বলায় লি বোঁকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়। বন্ধুটির প্রতি যথেষ্ট সদয় থাকা সত্ত্বেও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিটি কিন্তু তাকে এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করতে কসুর করল না।

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে দুপঁ বলল, "ওকে বলতে দাও; এতে ওর বিবেক কিছুটা শান্ত হবে। তার নিজের দুর্গে তাকে পরাস্ত করতে পেরেই আমি খুশি। তথাপি সে যে এই সমাধান করতে পারে নি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই; কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বন্ধু এই বড় কর্তাটি যতটা চালাক ততটা বুদ্ধিমান নয়। তার জ্ঞানে আসল মালের বড় অভাব। তার শুধু মুণ্ডু আছে, ধড় নেই—দেবী লেভার্নার ছবির মত—অথবা বড় জোর বলা যায় কড মাছের মত কেবল মাথা আর গর্দানটাই সম্বল। কিন্তু লোকটি ভাল। আমি তাকে পছন্দ করি, বিশেষ করে তার সব মোক্ষম বাণীর জন্য যা তাকে খ্যাতিমান করে তুলছে। কথাটা বলেই সে রুশোর একটা বাণী আউড়ে দিল।

www.BanglaBook.org